NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ পৃথিবীর শান্তি একদমই নিখোঁজ

মণিপুরে ফের সংঘর্ষের আশঙ্কা ৭

কলকাতা ১৮ অক্টোবর ২০২৩ ৩০ আশ্বিন ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১২৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 18.10.2023, Vol.17, Issue No. 129, 8 Pages, Price 3.00

সমলিঙ্গ বিবাহে সম্মতি নয়, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নেওয়া যাবে না দত্তকও, আইনি পদক্ষেপ করতে কেন্দ্রকে দায়িত্ব

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর: সমলিঙ্গ বিবাহ নিয়ে বড় ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। সমলিঙ্গে বিবাহের স্বীকৃতি দিল না সুপ্রিম কোর্ট। পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এ বিষয়ে একমত হয়েছে। তবে সমলিঙ্গ সম্পর্ককে তারা স্বীকৃতি দিয়েছে। এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষিত করার বিষয়টিতেও বিচারপতিরা সকলেই একমত হয়েছেন। পাশাপাশি প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় মন্তব্য করলেন, 'বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি কোনও অনড়, অটল বিষয় নয়। বিবাহে বিবর্তন আসে।' বিচারপতির আরও মন্তব্য, 'জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা প্রত্যেকের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।' এই বিষয়ে কেন্দ্রের উপরই পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

টানা ১০ দিন শুনানির শেষে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ গত ১১ মে রায় সংরক্ষিত রেখেছিল। এদিন যা ঘোষণা করা হল। তবে সমলিঙ্গ বিবাহের পক্ষে দাঁড়ালেও আইনি সিদ্ধান্তের বিষয়ে কেন্দ্রকেই দায়িত্ব দিল আদালত।

শুধু তাই নয়, বেঞ্চের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতির মত, সমলিঙ্গের বিয়ের বিষয়ে সংসদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। তবে সমপ্রেম বিয়ে মান্যতা না পেলেও কিছু সামাজিক সুবিধা পাবেন তাঁরা। ভবিষ্যতে সমপ্রেমী যুগলদের প্রতি বৈষম্যের অবসান ঘটাতে ও তাঁদের বড় অধিকার পাওয়া সুনিশ্চিত করতে প্রধান বিচারপতি কেন্দ্র ও পুলিশকে একাধিক নির্দেশও দেন। এরই পাশাপাশি এই বিষয়ে কেন্দ্রকে একটি কমিটি গড়ার কথা বলা হয়েছে দেশের শীর্ষ আদালতের তরফে। মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে এই কমিটি গড়বে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিন সমলিঙ্গের বিবাহকে আইনি বৈধতা না দিলেও, সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে, সমকামী দম্পতিরা লিভ-ইন সম্পর্কে থাকতেই পারে। তাঁদের নিজেদের পছন্দমতো সঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার আছে তাঁদের।

সমকামী বিবাহ প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, 'জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়া প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারও কারও ক্ষেত্রে এটি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সংবিধানে উল্লেখিত ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অন্তর্গত জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে পড়ে জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার।' প্রধান বিচারপতি এও বলেন, 'বিবাহের অধিকারের মধ্যে জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার ও সেই বিবাহের স্বীকৃতি আদায়ের অধিকারও পড়ে।'

এরপরই কমিটির কাজ কী হবে তাও জানায় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে, সমলিঙ্গ যুগলের ক্ষেত্রে পারস্পরিক চিকিৎসার দায়িত্ব, জেলে দেখা করতে দেওয়ার অনুমতি, মরদেহ গ্রহণের অধিকার অনুযায়ী পরিবার বিবেচনা করা যায় কিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এই কমিটি। এক সমলিঙ্গের জুটি ব্যাংকের জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট, সেই অ্যাকাউন্টে তাঁর সঙ্গীকে নমিনি রাখা, বিমায় নমিনি রাখার মতো সুবিধাগুলি বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত নেবে এই কমিটি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে প্রধান বিচারপতির নির্দেশ, সমলিঙ্গ যুগলের নিরাপদ ঘর, চিকিৎসার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। একটি ফোন নম্বরে ফোন করে যাতে তাঁরা অভিযোগ জানাতে পারেন ও তাঁরা যাতে সামাজিক বৈষম্য ও পুলিশি হয়রানির শিকার না হন, তাও এই কমিটিকে সুনিশ্চিত করতে হবে। সমলিঙ্গ যুগলের মধ্যে কোনও একজন বাড়িতে ফিরতে না চাইলে তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য করা যাবে না।

অন্যদিকে, সমলিঙ্গ যুগলদের ক্ষেত্রে সন্তান দত্তক নেওয়ার বিষয়টির বিরোধিতার করেন পাঁচ বিচারপতির মধ্যে তিনজনই। বাকি দুই বিচারপতি দত্তক নেওয়ার পক্ষে তাঁদের মত দেন। প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি এসকে কওল সমকামী দম্পতিদের দত্তক নেওয়ার অধিকার দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু, বিচারপতি রবীন্দ্র ভাট, বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি নরসিমা এর বিরুদ্ধে মত দেন। ফলে রায় ৩২ অনুপাতে বিভক্ত হয়।

এদিকে আদালতের এই সিদ্ধান্তকে একযোগে স্বাগত জানিয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভাপতি অলোক কুমার এবং শীর্ষস্থানীয় মুসলিম ধর্মগুরু মৌলানা সাজিদ রশিদি। দুজনের মতেই সমকামিতা ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ নয়। এটি বিদেশ থেকে আসা সংস্কৃতি। এক কদম এগিয়ে সমকামী সম্পর্ককে অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করার দাবি জানান রশিদি।

প্রধান বিচারপতি সমপ্রেমীদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে যা যা নির্দেশ দিয়েছেন

- সমকামীদের অধিকার নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে।
- মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি কমিটি গঠন করতে বলেছেন প্রধান বিচারপতি।
- সমলিঙ্গ যুগলের রেশন কার্ড, পেনশন, উত্তরাধিকার সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ওই কমিটির মাধ্যমে।

সল্টলেকের জিডি ব্লকের দুর্গাপুজো। ছবি: অদিতি সাহা

পুজো উদ্বোধনে রামমন্দির নিয়ে শাহকে খোঁচা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বাংলায় পুজো উদ্বোধন করতে এসে কার্যত সরাসরি রাজ্য সরকার এবং শাসকদলকে তোপ দেগেছিলেন। সেই সঙ্গে দাবি করে গিয়েছিলেন রাজ্যে নাকি রামমন্দিরের উদ্বোধন হয়ে গেল। এবার নাম না করে শাহকে পালটা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন, 'ওরা শিক্ষা জানে না, সংস্কৃতি জানে না।'

এদিন ভার্চুয়ালি মহম্মদ আলি পার্কের পুজো উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুরুতেই অমিত শাহের সফর প্রসঙ্গ আসে। এদিন মহম্মদ আলি পার্কের পুজো উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের শুরুতেই উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একপ্রকার নালিশ করেন। সুদীপ বললেন, 'আমার পাড়ায় এসে বলে গেলেন উত্তর কলকাতায় রামমন্দির করে গেলাম। কেন বলবেন এসব? রাজনীতি করবেন না বলে এসব করে গেলেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো এসব বলেন না।'

সুদীপের নালিশের প্রেক্ষিতেই মমতা বলেন, 'আরে ছাড়ুন তো সুদীপদা। সব সময় এক কথা। ওরা শিক্ষা জানে না। সংস্কৃতি জানে না। রাম কেন অকাল বোধন করেছিলেন? অসুরকে পরাস্ত করতে। হারাতে।' বস্তুত সরাসরি শাহের নাম না নিলেও ঘুরিয়ে তাঁর শিক্ষা-সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন।

বেতন বিলে সই করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন ভাতা সংক্রান্ত দুটি বিলে স্বাক্ষর করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অনুমোদনের পর বিল দুটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। এমনকী, রাজ্যপালের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে বলেও খবর। সোমবার বিধানসভায় একদিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়। মন্ত্রী-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিল বিধানসভায় উত্থাপন করা হয়। রাজ্যপালের স্বাক্ষর না থাকায় বিধানসভায় 'অরাজকতার' পরিবেশ সৃষ্টি করে বিজেপি। ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি বিধায়কেরা। বিলের কাগজ ছিঁড়ে স্পিকারের চেয়ার পর্যন্ত এগিয়ে যান শুভেন্দু অধিকারী। এই বিল নিয়ে ৪ ডিসেম্বর আলোচনা হবে বলে জানান স্পিকার। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বিলে স্বাক্ষর করে দিলেন রাজ্যপাল।

পুজোর আগেই জেলা প্রশাসনে রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের ১৫৮ জন আধিকারিককে বদলি করা হল। এর মধ্যে ১২১ জন ডব্লিউবিসিএস এবং ৪০ জন আইএএস অফিসার রয়েছেন। নবান্ন থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৩৭ জন অতিরিক্ত জেলা শাসক বা এডিএমকে বদলি করা হয়েছে। ২৬ জন মহকুমা শাসকও বদলির তালিকায় রয়েছেন। হাওড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক আর পুর কমিশনার এক সঙ্গে ছিলেন ধবল জৈন। তিনি শুধু কমিশনার থাকলেন। ৩৭ জন অতিরিক্ত জেলাশাসকের মধ্যে ১৩ জন বদলি হয়েছে যুগ্ম সচিব পদে। ১৪ জন অতিরিক্ত জেলা শাসক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন। অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি পদে কর্মরত ছিলেন ১০ জন আইএএস অফিসার। তাঁদের এসডিও পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই সব আধিকারিকদের একই পদে কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর পার হয়ে গিয়েছে। তাওই নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই রদবদল প্রয়োজন ছিল। তা না হলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বিধি অনুযায়ী ভোটের কাজে তাঁদের কাজে লাগানো যেত না। কিছুদিন আগে ১২টি জেলার জেলাশাসক ছাড়াও জেলা পুলিশ প্রশাসনেও বড়সড় রদবদল হয়েছিল। তাঁদেরও কার্যকালের মেয়াদ একই জায়গায় তিন বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে। এবারের বদলি-নির্দেশিকায় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, মহকুমাশাসক এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক পদমর্যাদার আধিকারিকরা রয়েছেন। এছাড়াও ৩৮০ জন বিডিও-কেও বদলি করা হয়েছে।

কৃষকদের জন্য সুখবর

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মুখে রাজ্যের কৃষকদের জন্য বড়সর সুখবর শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় নষ্ট হয়েছে ফসল। ২০০ কোটি টাকার কাছাকাছি ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন বাংলার আড়াই লক্ষ কৃষক। প্রকৃতির খামখেয়ালির জন্য চলতি বছরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েন কৃষকেরা। কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টিপাতের ঘাটতির কারণে কৃষকেরা সঠির সময়ে ধান রোপনই করতে পারেননি। আবার কিছু জায়গায় অতিবৃষ্টির ফলে ক্ষতি হয়েছে চাষের। সেই কথা মাথায় রেখে কৃষকদের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। শস্যবীমার আওতায় থাকা কৃষকদের ক্ষতিপূরণ শোধ করল রাজ্য। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বাংলা শস্য বীমা-এর আওতায় থাকা ২ লাখ ৪৬ হাজার ক্ষতিগ্রস্থ চাষিদের জন্য ১৯৭ কোটি টাকার অর্থ সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে। বৃষ্টির ঘাটতির জন্য ক্ষতিগ্রস্থ চাষিদের বাংলা শস্য বীমার কোনও কিস্তিও দিতে হবে না বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ২০১৯ সালে এই বাংলা শস্য বীমার আওতায় ২,৪০০ কোটি টাকা দেওয়া হয় ৮৫ লাখ কৃষককে।

আজ যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েলের স্থিতি দেখতে যাচ্ছেন বাইডেন

জেরুজালেম, ১৭ অক্টোবর: যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যাচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার তাঁর ইজরায়েলের মাটিতে পা রাখার কথা। যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনা করবেন তিনি। আমেরিকার বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এই মুহূর্তে ইজরায়েলের তেল আভিভ শহরে আছেন। সেখান থেকেই এ কথা জানিয়েছেন তিনি।

ব্লিঙ্কেন সোমবার বলেন, 'প্রেসিডেন্ট বাইডেন বুধবার ইজরায়েলে আসছেন। ইজরায়েল, পশ্চিম এশিয়া এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য এটা একটা কঠিন সময়।' তিনি আরও জানিয়েছেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার জন্য ইজরায়েল এবং আমেরিকার মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। বাইডেন আসার পরেই গাজায় সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হবে।

শুধু আমেরিকা নয়, অন্য দেশ থেকেও সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হবে গাজায়। সেখান থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভাবনাচিন্তাও করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ব্লিঙ্কেন।

ইজরায়েল এবং প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে এই যুদ্ধে আমেরিকা ইজরায়েলের পক্ষ নিয়েছে। তবে প্যালেস্তাইনের ভূখণ্ডে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধের ফলে যে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে, তা নিয়েও চিন্তাভাবনা করছে আমেরিকা। প্যালেস্তাইনে, বিশেষত গাজায় সাহায্য পৌঁছে দিতে চায় তারা। বাইডেন এ-ও জানিয়েছেন, ইজরায়েল যুদ্ধের আবহে গাজা দখল করতে চাইলে তা হবে 'ভুল সিদ্ধান্ত'।

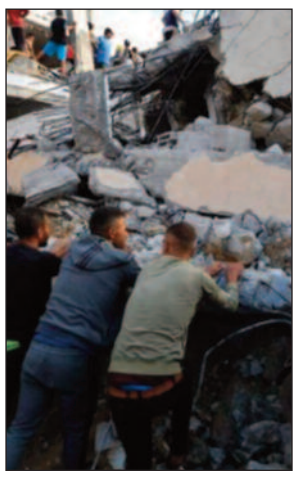

হুঁশিয়ারি খোমেইনির

তেহরান, ১৭ অক্টোবর: গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলি সেনার অবরোধ এবং হামলা চলতে থাকলে প্রত্যাঘাত করবে মুসলিম বিশ্ব। মঙ্গলবার এই হুঁশিয়ারি দিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খোমেইনি। গাজা ভূখণ্ডে যুদ্ধের একাদশতম দিনে মঙ্গলবার ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বক্তৃতায় তাঁর মন্তব্য, 'প্যালেস্তিনীয় জনতার বিরুদ্ধে ইহুদি শাসকদের অত্যাচার অব্যাহত থাকলে কেউ মুসলিম বিশ্বের প্রতিরোধ শক্তির মোকাবিলা করতে পারবে না। গাজায় বোমাবর্ষণ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।' গাজা সীমান্তে হামাসের আল কাশিম ব্রিগেড এবং ইজরায়েলি সেনার সংঘর্ষের চতুর্থ দিনে, গত ১০ অক্টোবর প্রথম ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যমে বক্তৃতা করেছিলেন খোমেইনি। তিনি ইজরায়েলে হামলাকারী হামাস বাহিনীকে খোলাখুলি সমর্থন জানিয়ে বলেছিলেন, ' প্যালেস্তাইনবাসীর জন্য আমি গর্বিত।'

গত শনিবার হামাস ইজরায়েলের ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায়। তার পরেই পাল্টা প্রত্যাঘাত করে ইজরায়েল। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আমেরিকা-সহ পশ্চিমি দেশগুলিকে পাশে পেয়েছে ইজরায়েল। এমনকী, ভারত সরকারও এই যুদ্ধে তাদের পক্ষ নিয়েছে এবং হামাসের হামলার বিরোধিতা করেছে। পশ্চিম এশিয়ায় প্রায় ১০ দিন ধরে চলা যুদ্ধে চার হাজারের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন বলে খবর। তার মধ্যে শুধু গাজাতেই নিহতের সংখ্যা ২,৭০০-র বেশি।

শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করল এসএসসি। দুপুরে হাইকোর্ট বলেছিল, উচ্চ প্রাথমিকের আটকে থাকা প্যানেলের নিয়োগের কাউন্সেলিং শুরু করা যাবে। সন্ধ্যার আগেই রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি জানিয়ে দিল, তারা কাউন্সেলিংয়ের বিজ্ঞপ্তিও দেবে। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই দেওয়া হবে ওই বিজ্ঞপ্তি। মঙ্গলবার হাইকোর্টের দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ অর্থাৎ কাউন্সেলিং শুরু করতে পারে। তবে নিয়োগ হবে আদালত নির্দেশ দিলে তবেই।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

থাকবে না বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগেই বস্তির 'উত্তরণ'! কলকাতা পুরসভার খাতায় থাকবে না বস্তি! তার বদলে ব্যবহার হবে 'উত্তরণ' শব্দবন্ধ। মঙ্গলবার, তৃতীয়ার বিকেলে পুজোর ভারচুয়াল উদ্বোধনের সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই নির্দেশ দিলেন। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে সাফ জানিয়ে দিলেন, 'বস্তি আর বলবে না। ওদের মধ্যে যে প্রাণ আছে, যে ভালবাসা আছে, তা অনেকের নেই। বস্তি কথাটা তুলে দাও।' এরপরই বসতির বদলে 'উত্তরণ' শব্দটি ব্যবহার করতে বলেন।

বাটা স্টেডিয়ামে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ দেখে খুশি রোনাল্ডিনহো

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার বিকেলে মহেশতলার বাটা স্টেডিয়ামে অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে মন্ত্রী সুজিত বসুর শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের ফ্রেন্ডলি ফুটবল ম্যাচে হাজির ছিলেন ব্রাজিলের ফুটবল নক্ষত্র রোনাল্ডিনহো। রোনাল্ডিনহোকে বাটানগরের মাঠে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত বসু, ডেরেক ও'ব্রায়েন-সহ অন্যরা। মাঠে ঢুকেই অভিষেকের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। রোনাল্ডিনহোর সঙ্গে কিছু মুহূর্তে ফ্রেমবন্দিও হন অভিষেক। কালো টিশার্ট মাথায় টুপি আর গলায় চেন, স্বমহিমায় ছিলেন রোনাল্ডিনহো। অন্যদিকে, কালো টিশার্টে ক্যাজুয়াল লুকে দেখা গিয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

খেলা শুরুর আগে 'জন-গণ-মন অধিনায়কের' পাশাপাশি রোনাল্ডিনহোকে সম্মান জানাতে ব্রাজিলের জাতীয় সঙ্গীতও পরিবেশন হয়। ফুটবলের প্রতি বাঙালির এই আবেগ ও ভালবাসা দেখে মুগ্ধ ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কিংবদন্তীও। দোভাষীর মাধ্যমে জানান, 'ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা দেখে আমি খুশি। অনেক ধন্যবাদ।' এরপর ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, 'কলকাতাকে আমি খুব ভালবাসি।' এদিন মাঠে খেলা শুরুর আগে সাম্বা-ডান্সের এক ঝলকও দেখা যায় মাঠে। বাটানগরের মাঠে এক টুকরো ব্রাজিল দেখেও ভীষণ খুশি তিনি। এদিকে এদিন বাটা স্টেডিয়ামের মঞ্চ থেকে তাঁকে দেবী দুর্গার একটি ফ্রেমও উপহার দেওয়া হয়। উত্তরীয় পরিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তীকে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Buluyara Bibi W/o. Sharifuddin Sk আমার স্বামী PNB Bank এ (Account No. 1802010007986) নমিনীতে আমার নাম Beloara Bibi Sk আছে। ১৬/১০/২৩ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) কোর্টে এফিডেভিটে Buluyara Bibi ও Beloara Bibi Sk উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

CHANGE OF NAME

Vide affidavit no.1089, dated 17.10.23, before the Ld Notary Public at Bidhannagar, Dist.- North 24 Parganas, Suchandrima Jana Ray or Suchandrima Jana Nee Ray or Suchandrima Jana (W/o Parthasarathi Jana residing at HA-238, Sector-III, Salt Lake, Dist- North 24 Parganas, West Bengal, PIN-700097) and Suchandrima Ray is the same single and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Silvina Katwal, D/O Henrey Joachim, residing at 397B, Patuli Shibtala Club Gali, Madhyamgram (M), 24 Parganas (N), Pin - 700155 declare that my father's actual name Henrey Joachim which has been recorded in my passport but according to my PAN card my father's name wrongly recorded as Dilip Chatri. As per affidavit Before the Notary Public at Kolkata on 16th Oct 2023 Both Henrey Joachim and Dilip Chatri is same and one identical person.

I, Silvina Katwal, date of birth 13/06/1977 (New Name & date of birth) W/O Tham Bahadur Katwal, previously called Sylvina Katwal (Old Name & date of birth) residing at 397B, Patuli Shibtala Club Gali, Madhyamgram (M), 24 Parganas (N), Pin - 700155 declare that my former name/ surname and date of birth of Sylvina Katwal 18/07/1977 and in place thereof I do assumed from this date name / surname and date of birth Silvina Katwal date of birth 13/06/1977 and I may hereafter be called known and distinguised not by former name /surname but assumed name / surname of and date of birth Silvina Katwal date of birth 13/06/1977. As per affidavit Before the Notary Public at Kolkata on 16th Oct 2023.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই অক্টোবর । ৩০ শে আশ্বিন । বুধবার । চতুর্থী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশী। অষ্টোত্তরি ও বিংশোত্তরি শনি র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ দিনটির গ্রহ-সংস্থান খুব ভালো নয়। পরিবার স্বজনের মধ্যে বিবাদ। বিতর্ক সামান্য ছোট ব্যাপারকে কেন্দ্র করে তর্ক বিবাদ। ব্যবসা-বাণিজ্যের যে বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল তা আজ বাধা পড়বে। ঋণ বিষয়ে ব্যাংকের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। আজ সতর্ক থাকা ভালো ফোন কল দ্বারা বিবাদের সৃষ্টি গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করে বাবা বিশ্বনাথের ধ্যানে মগ্ন থাকুন। বাধা কাটে।

বৃষ রাশি : আজ যোগাযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধবীর সহযোগিতায় ব্যবসায় লাভ প্রাপ্তি। যারা কর্মের আবেদন করছেন কর্মপ্রার্থী তাদের শুভ যোগাযোগের দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন বিবাহে বাধা কেটে যাবে। আজ এক পুরাতন বান্ধবীর সহযোগিতায় আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। কর্মে প্রশান্তি ।উর্ধ্বতন কর্মচারী আপনার ওপর যে কালো নজর দিচ্ছিলেন, আজ তা শুভত্ব পরিণত হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা উচ্চবিদ্যার গবেষণা কাজে রত, তাদের শুভ সুযোগ আসছে। বেসরকারি কর্মে যারা আছেন তাদের নতুন কোন কর্মের নতুন পথের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে ।

কর্কট রাশি : আজ একজন অভিজ্ঞ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করার পর, কোন বিশেষ বিষয়ের লগ্নী করতে পারেন। যানবাহন ক্রয় করতে পারেন। নতুন বাড়ি ফ্ল্যাট বিষয়ে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের আজ নতুন পথ দেখা যাবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। স্বজন পরিজন নিয়ে ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ১০৮ বিল্বপত্র দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে এবং তিনটি প্রদীপ প্রদলনে সুখ প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আজকের গ্রহ সংস্থান অনুযায়ী যদি ধৈর্য সহ চলেন, তবে শুভ যোগাযোগ হবে। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য, বন্ধু বান্ধবের কাছে স্বজনের কাছে আপনি অপমানিত হতে পারেন। বান্ধব স্বজন আপনাকে এড়িয়ে চলবে। প্রতিবেশী আপনাকে এড়িয়ে চলবে। পরিবারে দাম্পত্য কলহ বিবাদ বিতর্কের কালো মেঘ থাকবে। পরিবারের গৃহ মন্দিরে গণেশ দেবতার উদ্দেশ্যে দুর্বার প্রদান করুন তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলনে সুখবৃদ্ধি।

কন্যা রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন গতি বৃদ্ধি হবে। অর্থ প্রাপ্তির পূর্ণ সম্ভাবনা। যারা বস্ত্র ব্যবসায়ী, যারা যানবাহনের ব্যবসায়ী, যারা আইন ব্যবসায়ী, যারা পরামর্শদাতা তাদের আজ অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। ছোট ভ্রমণের পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশ্বাস করে এগিয়ে চলুন পরিবারের সহযোগিতা আজ পাওয়া যাবে। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : একটি দৈব যোগ, ঐশ্বরিক যোগ, আজ আপনার সাথে থাকবে। যারা বড় ব্যবসা করেন-- তাদের নতুন কোন চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা, অর্থপ্রাপ্তির দিন, সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত প্রভাবশালী মানুষের সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন ।পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা বিষয় এগোতে পারেন ।পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের সহায়তা লাভ বান্ধব দ্বারা শান্তির বাতাবরণ বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : বেতনভুক কর্মচারী যারা, বেসরকারি বেতনভুক কর্মচারী তাদেরও সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। যে কাজটা এতদিন করতে পারছিলেন না, আজ তা হয়ে পড়বে। বান্ধব পরিজন স্বজনের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দাম্পত্য শান্তি প্রেমিক যুগলের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে ধ্যানে লাভ প্রাপ্তি।

ধনু রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান বলছে গৃহ বিবাদ। দাম্পত্য অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির পরামর্শে শান্তি নষ্ট। রয়েছে বান্ধব দ্বারা শত্রুতা। ব্যবসা-বাণিজ্যে আজ বাধা প্রাপ্ত দিন। যারা জমি বাস্তু ভূমির কাজ করেন তাদের আজ বড় চুক্তি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু গ্রহ সংস্থানে আটকে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ২১ টি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন ধৈর্য রাখুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ শুভ দিন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করার দিন। আজ কোন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেন এবং তা সাফল্যে পরিণত হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। পরিবারের স্বজন আমন্ত্রিত মানুষ হয়ে সম্মান জানাবে আপনাকে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ গৃহবধূদের জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ আজ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালো ব্রহ্মা-বিষ্ণু মাহেশ উদ্দেশ্যে ধ্যান প্রার্থনায় শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : লেখক শিল্পী সাংবাদিক অভিনেতা সম্মান প্রাপ্তির দিন। আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। আপনার বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধির চাতুর্যে শত্রু পরাজিত হবে। বন্ধু বেশি শত্রুকে আজ চিনতে পারবেন। আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজনন করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে ধ্যান প্রার্থনা করুন শুভ হবে। যারা বাণিজ্য করেন তাদের নতুন কোন চুক্তি সম্পাদন হতে পারে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন

মীন রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। দুই সন্তানের মধ্যে এক সন্তানের কে নিয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তা। চিন্তা থাকবে ছলনাময়ী বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা থাকবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে ধৈর্য রাখতে হবে ।পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের সহায়তা আজ পাওয়া যাবে না। গৃহবধূদের দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা প্রেমিক যুগলের দুশ্চিন্তা গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলনে সুখ।

(শারদীয়া দুর্গা চতুর্থী পুজো । নল সংক্রান্তি দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I Pradip Dey S/O Madan Dey resident of Sanjual Natunpara, P.O.- Kharagpur, P.S.- Kharagpur Town, District. Paschim Medinipur do hereby solemnly affirm and declare that Pradip Dey and Pradip Kumar Dey as in my daughter Dibyashree Dey's birth certificate is same and one identical person vide affidavit no 7903 / 09 dated 06.10.23 in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class Kharagpur, Paschim Medinipur.

CHANGE OF NAME

By virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Serampore Court dated 07.09.2023 Sojahid Hussain Khan son of Abul Hasnat Khan residing at 28/4, Gandhi Sarak, P.O. Rishra, P.S. Serampore, Dist. Hooghly, Pin-712248 and Sojahid Hasan Khan both are same and one identical person and his correct dated of birth is 03-01-1975.

নাম-পদবী

আমি Achheylal Das, S/O. Shyama Das ভুলবশত আমার সার্ভিসবুক সহ অন্যান্য কাগজপত্রে নাম হয়েছে Achhelal Harijan, S/O. Shyama Harijan, গত ১৩/১০/২০২৩ তারিখে 1st ক্লাস এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীরামপুর কোর্ট থেকে এফিডেভিট বলে সর্বত্র Achhelal Das, S/o. Shyama Das নামে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

গত 11/10/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে (নং 82AB 91000) আমি অনুশীলা মন্ডল ও অনুশীলা পাল ও আমার পুত্র সৌমিত পাল ও সৌমিত মন্ডল দুজনেই একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম।

নাম পদবী

গত 29/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15171 নং এফিডেভিট বলে Dilip Halder S/o. Nanda Halder ও Dilip Kr. Halder, Dilip Kumar Halder S/o. N. L. Halder, Nandalal Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম পদবী

গত 09/10/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 1240 নং এফিডেভিট বলে Sekh Sahabuddin S/o. Sekh Safiuddin ও Sk Sahabuddin S/o. Sk Safiuddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম পদবী

গত 13/10/23 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5801 নং এফিডেভিট বলে আমি Sampa Das D/o. Sushil Kumar Das, Sampa Sikdar W/o. Dilip Sikdar ও Sampa Das Sikdar W/o. Dilip Sikdar of Aswini Plaza, Sarat Sarani, Near Bandel Church Hugli, W.B. 712103, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 12/10/23 নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 1733 নং এফিডেভিট বলে আমি Koser Ali (old name) S/o. Jiad Ali at Ilampur, Tinna, Pandua, Hooghly-712149, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Koser Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Koser Ali & Sekh Koser Ali S/o. Jiad Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Maahinoor Sk ।

নাম পদবী

গত 16/10/2023 নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 1123 নং এফিডেভিট বলে আমি Sangita Hansda D/o. Hemanta Hansda নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Nusrat Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম পদবী

গত 08/07/21 মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা কোর্টে এফিডেভিট বলে আমি Munchun Thakur ও Suman Kumar Thakur S/o. Siyaram Thakur at Goraul, Vaishali, Bihar-844118 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত খড়গপুর সাকসেশান কেশ ৪৫/২০২২

চন্দনা দাস ...দরখাস্তকারি

-বনাম-

বাবলু মাইতি দীং ..... প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর খড়গপুর টাউন থানার অন্তর্গত বড় আইমা সাকিন এর সর্বসাধারণ অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের **মৃত রত্না সিং স্বামী আশারাম সিং** এর থাকা নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা সমূহ পাওনের জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী উপরোক্ত আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনার বা আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তীর ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

(A) Schedule

General Insurance Scheme- Rs. 32,625/-, Leave Salary- Rs. 1,28,293/-, DCRG- Rs. 6,81,200/-, Total- Rs. 8,42,218/-

(B) SCHEDULE

L.I.C.I Policy No- 498734361 Rs. 2,50,000/-

অনুমত্যানুসারে
Madan Mishra
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
খড়গপুর, সাবডিভিসন কোর্ট
১৬.১০.২৩

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন) ফাস্ট কোর্ট, হুগলী, চুঁচুড়া

টি.এস. নং-৫৩৬/১১

লক্ষী পাঁজা দীং .. বাদী

-বনাম-

মালা দে দীং ...বিবাদী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে বিবাদী নং- ১ত্র মালা দে, স্বামী- ৺বিশ্বজিত দে এবং বিবাদী নং- ১বি- মানসী দে, পিতা- ৺বিশ্বজিত দে, উভয়ের বর্তমান সাং- প্রযত্নে- নরেন্দ্র ভূষণ দে, বিলধার লেন, ২২ পল্লী, কালিকাতলা, পোঃ -খাগড়া, বহরমপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩ এর উপর দুইবার রেজিস্ট্রি যোগে এবং পেয়াদাযোগে সমন পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত বিবাদীদের বাড়িতে হাজির পাই নাই। সেকারণ পেপার যোগে সমন দেওয়া যাইতেছে যে-আগামী একমাসের মধ্যে তাহারা স্বয়ং বা উকিল বাবু দ্বারা কোর্টে হাজির হইবেন, নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

ইতি
নিবেদক
হারাধন ঘোষ

অনুমত্যানসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
Civil judge (Sr. Divn.)
1st Court, Hooghly

E-Tender

Sealed Tenders are invited by The Prodhan, Hanspukuria Gram Panchayat (Under Tehatta – II Panchayat Samity), Hanspukuria, Nadia. **NIT NO. 11/ HANS GP(2023-24), MEMO NO- HANS/597,** Dated- 16.10.2023, Last date of application 02.11.2023 up to 4p.m. For details please contact to the Office.

**Sd/- Prodhan,
Hanspukuria Gram
Panchayat, Hanspukuria.**

E-Tender

E- Tender invited by the Prodhan, Betai -I Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O- Betai, Nadia. **NIT NO. 03/15th CFC (UNTIED) (07)/2023-24/BT-I/1e.** Last date of submission **06.12.2023 up to 10a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd- Prodhan,
Betai -I Gram Panchayat.**

Tender

Sealed Tender invited by the Prodhan, Gopinathpur Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity) Gopinathpur, Nadia. **NIT No. 08/ GWM &15th FC/2023-24,** Last date of application **31.10.2023 up to 2 p.m.** For details please contact to the office.

**Sd/- Prodhan,
Gopinathpur Gram
Panchayat.**

Tender

E- tender invited by the Prodhan, Natna Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity) Natna, Nadia. NIT No - 4e/2023-2024. Last date of submission 08.11.2023 up to 11a.m. For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan,
Natna Gram Panchayat.**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩।
মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১।
মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম।
মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে,
২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

উৎসবের মরশুমে বিশেষ রেশন কার্ডধারীদের সস্তায় ময়দা ও চিনি

নিজস্ব প্রতিবেদন: উৎসবের মরশুমে রাজ্য সরকার অন্ত্যোদয় এবং বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিবারগুলিকে রেশনে সস্তায় ময়দা ও চিনি সরবরাহ করবে। দুর্গা পুজো, কালী পুজো ও ছট পুজো উপলক্ষে তাঁদের অন্যান্য প্রাপ্য খাদ্য সামগ্রীর পাশাপাশি ভর্তুকিতে ২৮ টাকা কেজি দরে ময়দা এবং ৩২ টাকা কেজি দরে চিনি সরবরাহ করা হবে। মঙ্গলবার থেকে আগামী ১৮ই নভেম্বর পর্যন্ত এই সুবিধা চালু থাকবে বলে খাদ্য দপ্তর জানিয়েছে।

প্রত্যেক মাসেই বিভিন্ন প্রকারের রেশন কার্ডের মধ্যে কোন কার্ডে কতটা রেশন সামগ্রী বরাদ্দ করেছে সরকার, তা খাদ্য দপ্তরের তরফে নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। সরকারের তরফে যে ক্যাটেগরির কার্ডে যতটা রেশন দ্রব্য বরাদ্দ হয়েছে, সেই তালিকা বোর্ডে বা কাগজের প্রিন্ট আউটে দোকানের সামনে টাঙিয়ে দেওয়া সরকারেরই নিয়ম। যাতে বিভিন্ন রকম রেশন প্রাপকরা সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত রেশনের পরিমাণ সম্পর্কে বিভ্রান্ত না হয়। পুজোর মাসে রাজ্যের বিভিন্ন রেশন দোকানে কার্ড অনুযায়ী নিম্নলিখিত পরিমাণ বিনামূল্যে রেশন দ্রব্য বন্টন করা হবে রেশন ডিলারের তরফে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে। স্পেশ্যাল প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড ও প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড। এই দুই প্রকার রেশন কার্ড যাদের রয়েছে সেইসকল পরিবারের সদস্যরা মাথাপিছু তিন কেজি চাল, মাথাপিছু দুই কেজি গম অথবা তিন প্যাকেট করে আটা বিলি করা হবে একেবারে বিনামূল্যে। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা - র গ্রাহকেরা পরিবার পিছু একুশ কেজি করে চাল, ১৪ কেজি গম বা তেরো কেজি তিনশো গ্রাম আটা বিনামূল্যে পাবেন। আটা না থাকলে আটার পরিবর্তে গম দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট পরিবার গুলোকে। রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা প্রথম শ্রেণির রেশন কার্ড থাকলে সুবিধাভোগীদের মাথা পিছু তিন কেজি করে চাল এবং দুই কেজি করে আটা দেওয়া হবে এই মাসে। আটা না থাকলে আটার পরিবর্তে গম দেওয়া হবে। এছাড়াও এই সাধারণ রেশন বন্টনের পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের রেশনের বিশেষ প্যাকেজের মাধ্যমে অতিরিক্ত রেশন সামগ্রী প্রদান করা হবে। যেমন- আপনি যদি জঙ্গলমহলের বাসিন্দা হন এবং আপনার পরিবারে সদস্যের সংখ্যা তিনজনের বেশি হলে অন্ত্যোদয় কার্ড হোল্ডারদের পরিবার পিছু অতিরিক্ত ৮ কেজি চাল ও তিন কেজি গম দেওয়া হবে। জঙ্গল মহলের বাসিন্দা পিএইচএইচ ও আরকেএসওয়াই-এই দুই প্রকার রেশন কার্ড ধারীরা অতিরিক্ত ৬ কেজি করে চাল পাবেন। একইভাবে পাহাড়ের বাসিন্দা, চা বাগানের কর্মী রেশন কার্ডধারীরাও এমাসে অতিরিক্ত রেশন সামগ্রী পাবেন বলে জানানো হয়েছে।

দুই দেশের 'শিকড়ের সন্ধানে ভারত ও বাংলাদেশ' শীর্ষকআলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা প্রেস ক্লাবে ইন্দো বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশন (ভারত) আয়োজিত 'শিকড়ের সন্ধানে ভারত ও বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভা হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন বাংলার একাধিক বিদগ্ধ জন, শিক্ষাবিদ,শিল্পী, লেখক, আইনজীবী,সমাজকর্মী। বিশিষ্টদের উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড গোপাল মিশ্র, কলকাতার যোগেশচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ড পঙ্কজ রায়, চন্দননগর গভ কলেজের অধ্যক্ষ ড দেবাশিস সরকার , সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ড পবিত্র দেবনাথ , আমেরিকাবাসী বাঙালি গবেষক, লেখক, ভারত ও আমেরিকা সরকারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে নিযুক্ত সংগঠক কাঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায় , আইনজীবী গোপাল মণ্ডল, স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদ প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকি, চিত্র পরিচালক সাধন তালুকদার,কবি মিলি দাস,সমাজকর্মী সুবীর রায় চৌধুরী প্রমুখ একাধিক গুণীজন।

সভার সভাপতি কাজি মাসুম আখতার বলেন, 'দু'টি দেশের কূটনৈতিক, সাংস্কৃতিক,সামাজিক ও মানবিক মিলনের মন্ত্রে এই সংগঠন যেভাবে সেতু হিসাবে কাজ করতে চায়। দুই দেশের সরকারের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে গঠন মূলক পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে চায়।'

পুজোয় নজরদারি চালাতে নবান্নে বিশেষ কন্ট্রোল রুম

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মরশুমে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে কড়া নজর রাখছে নবান্ন। পুজোর সময় নজরদারি চালাতে নবান্নে চালু হচ্ছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম। বুধবার অর্থাৎ চতুর্থী থেকেই চালু থাকবে এই কন্ট্রোল রুম। শুধু কলকাতায় নয়, অন্যান্য জেলাগুলিতেও ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোল রুম চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবান্ন।

জানা গিয়েছে, উৎসবের মরশুমে দুই দফায় এই কন্ট্রোল রুম খোলা হবে। প্রথম দফায় লদী পুজো পর্যন্ত খোলা থাকবে সেটি। অর্থাৎ চতুর্থী থেকে লদী পুজো পর্যন্ত চলবে কন্ট্রোল রুম। আবার কালী পুজোর সময় খোলা হবে। কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকবেন একজন বিশেষ আধিকারিক। তিনিই পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।

পুজোর সময় রাস্তায় বেরিয়ে যে কোনওরকম সাহায্যের জন্যই সাধারণ মানুষ ফোন করতে পারবেন কন্ট্রোল রুমে। ১০৭০ অথবা (০৩৩) ২২১৪-৩৫২৬ এই নম্বরে ফোন করে নিজের সমস্যার কথা জানালেই মিলবে সমাধান।

পাঁচলার ঘোষবাড়ির ৩৫০ বছরের পুজো

অসীম কুমার মিত্র ● হাওড়া

অষ্টমীর গভীর রাতে মণ্ডপের চালার ওপর বসে দু'টি পেঁচা-যা আজও রহস্য!

হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার অধীন জুজারসাহা অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত কানাইডাঙা (কুলডাঙা) গ্রামের ঘোষ বাড়ির হরগৌরী পুজো। ৩৫০ বছর পার করা এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা কাহিনি ও কিংবদন্তি। ঘোষ বাড়ির বর্তমান এক সদস্য অয়ন ঘোষের কথায় জানা গেল, নবাব আলিবর্দি খাঁয়ের আমলে এই ঘোষ বাড়ির পুজোর সূচনা হয়। এই পুজো পাঁচলা থানার সবচেয়ে প্রাচীন এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত পুজো। অয়নবাবু জানালেন, তৎকালীন পরিবারের কর্তার সাত পুত্র ছিল, যা থেকে আজ সাতবংশের ঘোষবাড়ি তথা ঘোষপাড়া। বর্তমান প্রজন্ম তাঁর দ্বাদশ উত্তরসূরি। প্রথম থেকেই এখানে অত্যন্ত শুদ্ধাচারে ও নিয়মরীতি মেনে পুজো চলে আসছে। পূর্বে এখানে পুজো করতেন মাঝের পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র পাত্র এবং শ্রীধাম ঘোষের পূর্বপুরুষেরা। কিন্তু তাঁদের অহংকার ও দাম্ভিকতায় রুষ্ট হয়ে দেবী ওই স্থান পরিত্যাগ করে চলে আসেন ঘোষপাড়ার মণ্ডপে। সেই থেকে আজ অবধি ঘোষপাড়ার মণ্ডপেই দেবী পূজিত হন।

এখানে দুর্গা দেবীরূপে নয়, বাড়ির কন্যা হিসাবে পূজিত হন। দশভুজার পরিবর্তে দ্বিভুজা হরগৌরী প্রতিমারূপে পূজিত হন দেবী। বাড়ির পাশের পুকুরে দর্শন করে পুজো শুরু করেছিলেন তৎকালীন গৃহকর্তা। দেবী এখানে পরিচিত 'বড়মা' বলে। পুরোহিত, মালাকার, কুমোর, ঢাকি- সবাই বংশ পরম্পরায় এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন আজও পর্যন্ত। ঘোষ বাড়ির পুজো আরম্ভ হয় প্রতিপদ থেকে। রুপোর মোহর দিয়ে পুজো শুরু হয়। গঙ্গাজলে পুজোর সব সামগ্রী ধোয়া হয়। যে জল রাখা হয় মন্দিরের পাশের ভাঁড়ার ঘরের বিশাল চৌবাচ্ছায়। মহালয়া থেকে দশমী পর্যন্ত গ্রামের সমস্ত মানুষ নিরামিষ আহার করেন।

পুজোর প্রধান নৈবেদ্য হয় একমন পাঁচ সের চালের। নৈবেদ্য ও ফল কাটার সময় মুখে কাপড় বাঁধা থাকে। যাতে কথা না বলা যায়। ফল কাটতে গিয়ে কারও যদি হাত কেটে যায়, সে আর ফল কাটতে পারবে না। এমনকি ওই বঁটি এবং ফলও বাতিল করতে হবে। কারণ এখানকার পুজোয় রক্তপাত একেবারেই নিষিদ্ধ। যে কোনও প্রকার বলিও নিষিদ্ধ এখানে। মর্তমান কলা বা তার পাতা ব্যবহার করা হয় না এখানকার পুজোয়। পূর্বে সন্ধিপুজোর সময় কামান দাগা হত। এখন অবশ্য তা আর হয় না। গোড়া থেকেই ঘোষ বাড়ির পুজোর মণ্ডপ দোচালা। আজও সেইরকমই রয়েছে। মণ্ডপের দক্ষিণদিক খোলা। পুজোর মণ্ডপের সামনে বহু পুরনো একটি বেলগাছ রয়েছে, যেটা কখনই মণ্ডপের চালা ছাড়িয়ে বাড়ে না, পাশে বাড়ে।

প্রতিবছর অষ্টমীর দিন গভীর রাতে দু'টি লক্ষ্মী পেঁচা নিঃশব্দে মণ্ডপের চালার ওপর এসে বসে। কিছুক্ষণ পর তারা আবার উড়ে চলে যায়। এই রহস্যের কিনারা আজও করতে পারেননি ঘোষপাড়ার বাসিন্দারা। এখানকার হরগৌরী পুজোর মাহাত্ম্য শুনে বর্ধমানের মহারাজ প্রায় ৯৬ বিঘা জমি দান করেছিলেন ঘোষ পরিবারকে। বিভিন্ন মৌজায় অবস্থিত এই জমির আয় থেকে পুজো হয়। মণ্ডপ-সংলগ্ন ২৮ বিঘা জমি নিষ্কর ছিল। এখন পুজো মণ্ডপের জমিটা ছাড়া সমস্ত জমিই সরকার নিয়েছে বলে দাবি। এখন পুকুরের মাছ বিক্রি করে সেই টাকায় পুজো চলে।

এই পুজোর জন্য কোনও চাঁদা তোলার নিয়ম নেই। ঘোষবাড়ির এই পুজোয় এলাকার বহু মানুষের সমাগম হয়। আগে দশমীর দিন এখানে মুড়ি, খই, নাড়ু বিতরণ করা হত। বর্তমানে তার জায়গা নিয়েছে নরনারায়ণ সেবা। দশমীতে সমগ্র কুলডাঙাবাসী মেতে ওঠে সিঁদুর খেলায় ও মিষ্টিমুখে। রীতি মেনে আজও প্রতিমা বিসর্জন হয় বাঁশের দোলায় বাড়ির যুবকদের কাঁধে চেপে। ঘোষবাড়ির এই ঐতিহ্যমণ্ডিত পুজোকে কেন্দ্র করে বিশাল জনসমাগমের মধ্যে এক সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে ওঠে।

হাওড়াতে এল অতিরিক্ত আপৎকালীন বন্দে ভারত রেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার জানান হয়েছে যে কোনো আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য একটি অতিরিক্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের রেক হাওড়াতে আনা হয়েছে।

চালু থাকা রেকে যে কোনো ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত কারণে তা বাতিল হলে এই রেকটিকে ব্যবহার করা হবে। বন্দে ভারতের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট- সহ এই ১৬ রেকটি আজ থেকে হাওড়া, নিউ জলপাইগুড়ি, হাওড়া, পুরী- হাওড়া, পাটনা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা হবে। শুরুতে প্রতিটি রাজ্যকে একটি করে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দেওয়া হলেও, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া স্টেশনই একমাত্র স্টেশন যেখানে ৪ টে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস দেওয়া হয়েছে। যেগুলি হাওড়া, নিউ জলপাইগুড়ি, হাওড়া, পুরী, হাওড়া, পাটনা এবং হাওড়া, রাঁচি রুটে ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। এবার এই চারটি রুটের যে কোনো একটি রুটে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য এই অতিরিক্ত বন্দে ভারত রেকটি আনা হয়েছে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, 'এই ট্রেনটিকে হাওড়া স্টেশনের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবায় আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ব্যবহার করা হবে। যাতে যাত্রী স্বচ্ছন্দ ও বন্দে ভারতের যাত্রীদের প্রতি রেলের প্রতিশ্রুতি বজায় থাকে।' রেকটিকে আপাতত হাওড়াতে পূর্ব রেলের বন্দে ভারতের বিশেষ র‍্যাম্পে রাখা হয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ অক্টোবর ৩০ আশ্বিন, ১৪৩০, বুধবার

তৃতীয়াতে জমে উঠেছে কলকাতার দুর্গোৎসব, থিমের ছোঁয়ায় সেজেছে মণ্ডপ

১. সল্টলেকের সিই ব্লকের দুর্গাপুজোর মণ্ডপ।

২.কেন্দুয়া শান্তি সংঘের মাতৃ প্রতিমা।

৩. ধর্মতলা ডিপোতে ট্রামেই আয়োজন দুর্গা আরাধনার। ছবি: অদিতি সাহা

বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে সরানো উচিত, পর্যবেক্ষণ বিচারপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা উচিত, পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। বিশ্বভারতীর পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী মানস মাইতির দায়ের করা এক মামলায় এমনই মন্তব্য করেন বিচারপতি। প্রসঙ্গত, অধ্যাপক মানস মাইতি সিইআরএন নামে একটি প্রজেক্টে ২০০৫ সাল থেকে যুক্ত। ২০২১ সালে বিশ্বভারতীর একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী তাঁকে শোকজ করেছিলেন এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ তোলেন। ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ২০২২ সালে সংশ্লিষ্ট প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি লিখেছিলেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। বিদ্যুৎবাবুর বক্তব্য ছিল, ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে। তাই ওই অধ্যাপককে প্রজেক্ট থেকে সরানো হোক।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে উপাচার্যের কোনও এক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপকেরা। তার পর তাঁদের ছ'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অধ্যাপকদের আটকে রাখা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদ করেন মানস। পুলিশ ডেকে এনে অধ্যাপকদের ছাড়াতে সাহায্য করেন। মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং শামিম আহমেদ জানিয়েছেন, এর পরেই মানসকে শোকজ করেন উপাচার্য। শোকজের নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টে

গিয়েছিলেন মানস। সেই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিংহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতমূলক কাজ করছে।

এর পর ২০২২ সালের জুলাইয়ে সিইআরএন প্রকল্প থেকে মানসকে সরানোর জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে চিঠি লেখেন বিদ্যুৎ। কলকাতা হাই কোর্টে আবার মামলা করেন মানস। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে সেই মামলা ওঠে। একাধিক মামলা হয়। প্রতিবারই হাইকোর্টের নির্দেশ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যায়। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, বিশ্বভারতীর উপাচার্যকে অবিলম্বে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। যদিও আলাদা করে কোনও নির্দেশ দেননি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। শুধুমাত্র ওই অধ্যাপক যাতে সংশ্লিষ্ট প্রজেক্টে কাজ করতে পারেন, সেই মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চ এদিন নির্দেশ দিয়েছে, আগামী সাত দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে ওই অধ্যাপক মানস মাইতি ফের প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

বৈধভাবে পুজো করলে অনুমোদন দিতে হবে, পুলিশকে জানাল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৈধভাবে আয়োজন করতে পারলে নতুন দুর্গাপুজোর অনুমোদন পাওয়া যাবে, এমনটাই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চ। নতুন পুজো কমিটি যাঁরা বৈধভাবে পুজোর আয়োজন করতে চাইছেন, তাঁদের বাধা দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা নেই, এমনটাই পর্যবেক্ষণ আদালতের। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত অনুমতিহীন পুজোর নমুনা দেখে জানিয়ে দেন, তাহলে আর বৈধ ভাবে পুজো করতে চাওয়াদের কেন আটকানো হচ্ছে! এই পুজোর অনুমতি দিতে হবে পুলিশ ও পুরসভাকে। এরপরই মঙ্গলবার কলকাতায় অনুমতিহীন পুজোর নমুনা দিয়ে দুর্গাপুজো করার অনুমতি পেয়ে যায় হিন্দু সেবা দল নামের একটি সংগঠন।

প্রসঙ্গত, নতুন দুর্গাপুজো করতে চেয়ে হিন্দু সেবা দল নামে একটি সংগঠন অনুমতি চেয়ে আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু সেই আবেদন পুলিশ ও পুরসভার তরফে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল।তাঁদের আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হন তাঁরা। সিআইটি রোডের রামলীলা ময়দানে দুর্গাপুজো করতে চাইছিল ওই সংগঠন। পুলিশের যুক্তি ছিল, ২০০৪ সালে হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী নতুন কোনও পুজো কমিটিকে দুর্গাপুজো করার অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না। তাছাড়া সিআইটি রোড যথেষ্ট জনবহুল। পুজোর অনুমতি দিলে যানজট সমস্যা বাড়বে বলে জানিয়েছিল পুলিশ। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

প্রাথমিকভাবে, পুলিশের বক্তব্য শুনে সিঙ্গল বেঞ্চ ওই পুজো কমিটির আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে ডিভিশন বেঞ্চে যায় পুজো উদ্যোক্তারা। বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চে মামলা ফেরত এলে সেখানেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আবেদনকারী পুজো কমিটি জানায়, তাঁদের পুজোর অনুমতি দেওয়া না হলেও শহরে একাধিক নতুন পুজো হচ্ছে অনুমোদন ছাড়া। তাহলে সেই পুজোগুলি কেন বন্ধ করতে পারছে না পুলিশ, প্রশ্ন তোলে আদালত। সেগুলি বন্ধ করা যাচ্ছে না, সেখানে বৈধভাবে যাঁরা পুজো করতে চাইছেন, তাঁদের কেন আটকে দেওয়া হচ্ছে! পর্যবেক্ষণ ছিল আদালতের। উল্লেখ্য, নতুন পুজোর অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না বলে সুর চড়িয়েছিলেন বিজেপি নেতারাও।

আদালতের সবুজ সংকেত, পুজোর পরই আপার প্রাইমারির কাউন্সেলিং!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাই কোর্টের নির্দেশ পেয়েই আপার প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগের তোড়জোড় শুরু করল স্কুল সার্ভিস কমিশন । সব ঠিক থাকলে বুধবারই আপার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। আর কাউন্সেলিং শুরু হতে পারে ৬ নভেম্বর থেকে। মঙ্গলবার এ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি ছিল হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে। বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি উদয় কুমারের বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয়। বেঞ্চ জানায়, শিক্ষক নিয়োগের কাউন্সেলিং শুরু করা যাবে। আপার প্রাইমারিতে মোট

শূন্যপদ ১৪ হাজার ৩৩৯টি। যে মেধাতালিকা প্রকাশ হয়েছে তাতে রয়েছেন প্রায় ৯ হাজার প্রার্থী। কমিশন জানিয়েছে, এদের কাউন্সেলিং শুরু হবে পুজোর পর। তবে এদের এখনই নিয়োগ করা যাবে না।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, 'আমাদের কাউন্সেলিং করার অনুমতি দিয়েছে আদালত। সুপারিশপত্র এখনই দেওয়া যাবে না। কাউন্সেলিং মানে স্কুল বেছে নেওয়া। কবে কোন বিষয়ে কাউন্সেলিং হবে, তা নিয়ে একটা প্রাথমিক চিন্তাভাবনা করেছি। প্রার্থীরা যাতে প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারেন তার জন্য আমরা একটা খসড়া নির্ঘন্ট প্রকাশ করে দেব। কল লেটার পুজোর ছুটির পরে দেব।' সার্বিকভাবে হাই কোর্টের রায় নিয়ে সিদ্ধার্থবাবু বলেন, 'এটা আমাদের জন্য স্বস্তির বিষয়।'

দুর্গাপুজোর কার্নিভাল নিয়ে ব্যারাকপুরে রুট পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগামী ২৭ অক্টোবর কলকাতায় হবে দুর্গাপুজো কার্নিভাল। ঠিক তার আগেই দিন ২৬ অক্টোবর হবে জেলাভিত্তিক পুজোর কার্নিভাল। সেই কার্নিভাল উপলক্ষে মঙ্গলবার ব্যারাকপুরের রুট পরিদর্শন করলেন প্রশাসনিক কর্তারা।

এদিন পুজোর কার্নিভালের রুট পরিদর্শনে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের উপ-নগরপাল (সদর) অজয় প্রসাদ, উপ-নগরপাল (মধ্য) আশীষ মৌর্য, উপ-নগরপাল (ট্রাফিক) সন্দীপ কারার, ব্যারাকপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকারিক সুস্মিতা হাতি, ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান ও উপ-পুরপ্রধান যথাক্রমে উত্তম দাস ও সুপ্রভাত ঘোষ প্রমুখ। পুজোর কার্নিভাল নিয়ে উপ-নগরপাল (সদর) অজয় প্রসাদ বলেন, আগামী ২৬ অক্টোবর ব্যারাকপুরে পুজোর কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে।

এদিন কার্নিভালের রুট খতিয়ে দেখা হল। অজয় বাবু আরও বলেন, আশা করছি, ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের ২৫টি পুজো কমিটি এই কার্নিভালে অংশ নেবে।

লালকুঠি থেকে কার্নিভালের রালি শুরু হয়ে ব্যারাকপুর স্টেশন। সেখান থেকে রালি চিড়িয়ামোড়ে শেষ হবে।

নিত্যনতুন থিমের ছোঁয়ায় সেজে উঠেছে জগদ্দলের পুজো মণ্ডপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দুর্গাপুজোয় থিমের ছোঁয়া উত্তর শহরতলির জগদ্দলে। থিম পুজো ঘিরে জগদ্দলে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার প্রতিযোগিতাও চলছে। খুব বেশি বাজেটের পুজো না হলেও, নিত্যনতুন থিম ভাবনা তুলে ধরতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

জগদ্দলের গোলঘর অধিবাসীবৃন্দের পুজোর এবার ৬৫ তম বছর। লন্ডনের কৃষ্ণ নারায়ণ মন্দিরের আদলে এখানে মণ্ডপ গড়া হচ্ছে। মণ্ডপ সজ্জায় উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বাঁশ, কাপড়, শোলা ও ফাইবার। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এখানে প্রতিমা গড়া হচ্ছে। পুজো কমিটির সম্পাদক সুবাই দাস বলেন, 'পঞ্চমীর দিন পুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। সেদিন এলাকার দুঃস্থ মানুষজনকে নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হবে।' অন্য দিকে জগদ্দলের আতপুর আমতলা দুর্গাপুজো কমিটির ৫৪ত ম বর্ষের থিম 'মাতৃশক্তি আরাধনায়'। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার মাধ্যমে কীভাবে শক্তি জাগরিত করা যায়, তা ফাইবারের মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরছেন শিল্পীরা। এখানে থিম ভাবনায় উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, বাঁশ, বাটাম, কাপড়, ফাইবার, সানপ্যাক, পিচ বোর্ডের পাইপ ও এসি মেশিনের পাইপ। থিমের সঙ্গে মিল রেখেই প্রতিমা এখানে সাবেকি ডাকের সাজে সজ্জিতা। পুজো

কমিটির কোষাধ্যক্ষ সৌমেন ঘোষ বলেন, 'শিব-সহ দেবী দুর্গার বিভিন্ন রূপের মডেল থাকবে। তাছাড়া ধ্যান, যোগ ব্যায়াম-সহ শক্তি জাগরণের নানা মডেলও থাকবে।'

প্রান্তিক মহিলাদের জীবন সংগ্রামের কথা শোনাচ্ছে তেলেঙ্গাবাগান সর্বজনীন

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী, জীবন সংগ্রামের কাহিনি তো একই রকম। সে কলকাতা শহরের শ্রমজীবী ঠোঙাওয়ালি মায়েদেরই হোক বা রুক্ষ রাঢ় বাংলার লড়াকু মেয়েদের। এঁদের সমাজ ও পরিপার্শ্ব আপাতদৃষ্টিতে আলাদা হলেও সংগ্রামের কাহিনিটা তো এক। তবে এঁদের সবার এই লড়াই মনে রাখে না কেউই। কারণ, এঁদের মধ্যে এক বিরাট অংশের অবস্থান সামাজিক আলোর বৃত্ত থেকে অনেক দূরে। চির উপেক্ষিত তাঁরা। এইভাবে অবহেলায় একপাশে পড়ে থাকার জেরেই তো আজ তাঁরা 'প্রান্তিক' তকমায় ভূষিত। এই সব প্রান্তিক মানুষের টিকে থাকার প্রাত্যহিক লড়াই, তাঁদের অদম্য জেদ আর স্বপ্ন-উড়ানের কাহিনীকে ফোকাল পয়েন্টে রেখেই তৈরি হয়েছে এবার তেলেঙ্গাবাগানের থিম ' প্রান্তজনের আত্মকথন'। আর থিম শিল্পীর চোখে এই সংগ্রামী মানুষগুলোর সঙ্গে কোথায় যেন সাদৃশ্য রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অর্থাৎ রাঢ় বাংলার টুসু-ব্রত-রাখা মেয়েদের। আর সেই কারণেই এই শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষগুলোর গৃহিনীদের বেদনাকে এক সুতোয় বেঁধেছে টুসু গানের সুর ও কথা। তবে অনেক কাল আগে থেকে বাংলার লোক সংস্কৃতি ও লোক উৎসবের সুরের সঙ্গে দুর্গাপুজোর এই চিরাচরিত সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই এবার তেলেঙ্গাবাগান সর্বজনীনে সংগীতের মাধ্যমেই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে প্রান্তিক নারীদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার।

দুর্গার মতো টুসুও রাঢ় বাংলার ঘরের মেয়ে। অঘ্রাণ সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত রাঢ় বাংলায় পুরো এক মাস জুড়ে চলে টুসু উৎসব। এরপর পৌষ সংক্রান্তি বা মকরের ভোরবেলায় টুসু দেবীকে বাঁশ বা কাঠের তৈরি রঙিন কাগজে সজ্জিত চৌদল বা চতুর্দোলায় বসিয়ে মেয়েরা দলবদ্ধ ভাবে গান গাইতে গাইতে কংসাবতী ও সুবর্ণরেখার তীরে নিয়ে যান। টুসুর এই নিরঞ্জনের সময় প্রান্তিক মহিলাদের সম্মিলিত কণ্ঠের গানে কোথাও যেন তৈরি হয় এক শোকের আবহ। এই প্রসঙ্গে তেলেঙ্গাবাগান সর্বজনীনের পুজো উদ্যোক্তারা জানান, 'গ্রাম বা শহর, মেয়েরা বাস্তবের মাটিতে লড়াইয়ে তাঁরা যেন কখনও দেবীর মতোই দশভুজা, আবার কখনও বা মানবীর মতো সর্বংসহা। এই দু'য়ের মিলনই মূর্ত হবে দেবী প্রতিমার মৃন্ময়ী রূপে।'

থিমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মণ্ডপের কাঠামো তৈরি হচ্ছে টুসু উৎসবের আঙিনার মতো। চৌদল বা চতুর্দোলার আকারেই সজ্জিত হচ্ছে মণ্ডপ। এই প্রসঙ্গে থিম শিল্পী গোপাল পোদ্দার এও জানান, 'এ বছর তেলেঙ্গাবাগানের পুজোর মূল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে ঠোঙার তৈরি পুজো মণ্ডপ। যেখানে এই ঠোঙাও আবার তুলে ধরে প্রান্তিক মানুষজনের কথা। কারণ, বহু নারী আছেন যাঁদের দিন গুজরান হয় এই ঠোঙার মতো আমাদের জীবনে এক অপরিহার্য বস্তু তৈরি করেই। অথচ ভুল করেও আমরা ভাবি না তাঁদের কথা। ফলে ঠোঙা এখানে জীবনসংগ্রামে দ্যোতকও বটে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে ঠোঙা বা কাগজ দিয়ে মণ্ডপ বানানো কলকাতার থিম পুজোর ইতিহাসে এই প্রথমবার। স্বল্প বাজেটে পরিবেশ দূষণ রোধে প্লাস্টিক বর্জনের এক বার্তা দেওয়ার চিন্তাভাবনা থেকেই তৈরি এই ঠোঙার তৈরি পুজো মণ্ডপ।'

তেলেঙ্গাবাগানের ৫৮ তম বর্ষের এই পুজোতে থিমের সমগ্র পরিকল্পনা গোপাল পোদ্দারের। রূপায়ণও তাঁরই। অন্যদিকে থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমা গড়েছেন প্রদীপ রুদ্র পাল। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন বিপিন দেবশর্মা ও তাঁর সম্প্রদায়। এবারের পুজোর থিম সংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন পণ্ডিত তন্ময় বোস। কণ্ঠে লোপামুদ্রা মিত্র। আলোর দায়িত্বে রয়েছেন বিখ্যাত আলোক শিল্পী দীনেশ পোদ্দার। তথ্যানুসন্ধান ও সংগীত রচনা করেছেন সোনালি চক্রবর্তী।

বর্তমানে কলকাতার নজর কাড়া পুজোর তালিকায় অবশ্যই থাকবে তেলেঙ্গাবাগানের নাম। উত্তর কলকাতা তথা সারা কলকাতায় তেলেঙ্গাবাগানের থিম পুজো হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে আসার লড়াইটাও মোটেই সহজ ছিল না। ১৯৬৬ সাল থেকে শুরু এই পুজোর যাত্রা। অরবিন্দ সেতু থেকে বিধাননগর স্টেশনের দিকে এগোতে এক সরু গলির মধ্যে এই পুজো সাবেকি মোড়ক থেকে বেরিয়ে থিমের পুজো শুরু করে ১৯৯১ সাল থেকে। সঙ্গে আশেপাশে এলাকার বহু পুজোকে টেক্কা দিয়ে ঝড়ের গতিতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছয় তেলেঙ্গাবাগান। আর তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৯৪, ১৯৯৫ ও ২০০৮ সালে এশিয়ান পেন্টস শারদ সম্মানে ভূষিত হয় এই পুজো। এছাড়াও আরও একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয় এই পুজো। এবারেও সেই ট্র্যাডিশন বজায় থাকবে বলেই মনে করছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

সাউথ পয়েন্ট থেকে নিখোঁজ অষ্টমের ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: খোঁজ মিলছে না সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুলের এক অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর। এই ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই গাফিলতির অভিযোগ করছে নিখোঁজ ছাত্রীর পরিবার। সূত্রে খবর, সোমবার স্কুলে গিয়েছিল ওই ছাত্রী। কিন্তু বাড়ি ফেরেনি। গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সোমবার স্কুলে গিয়েছিল ওই ছাত্রী। কিন্তু বাড়ি ফেরেনি। গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ছাত্রীর খোঁজ পেতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরাও দেখা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ছাত্রীর খোঁজ পেতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি স্কুলের সিসিটিভি ক্যামেরাও দেখা হচ্ছে। স্কুলের সিসিটিভিতে দেখা যাচ্ছে, সোমবার বিকেল পাঁচটার পর ওই ছাত্রী স্কুল থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু তারপর ওই পড়ুয়া কোথায় রয়েছে তার খোঁজ মেলেনি। সিসিটিভি-র ফুটেজ দেখার পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তার সহপাঠীদেরও।

এদিকে ছাত্রী নিখোঁজের পিছনে স্কুল কর্তৃপক্ষের কর্তব্যের অবহেলাকে দায়ী করছে পরিবার। তাঁদের প্রশ্ন, কেন ছাত্রীকে একা-একা স্কুল থেকে বের হতে দেওয়া হল? সূত্রের খবর, নিখোঁজ ছাত্রীর বাবা আলিপুর আদালতের আইনজীবী। পরিবারের বক্তব্য, প্রতিদিন ওই ছাত্রীকে মা নয়তো বাবা স্কুলে ছাড়তে বা নিতে আসেন। কোনও দিন যদি ছুটির পর দেরি হয় তাহলে পড়ুয়া স্কুলের ভিতরেই অপেক্ষা করে। সোমবার স্কুলে ছাত্রীর বাবা দিতে গিয়েছিলেন। তবে আনতে আসার সময় দেখেন মেয়ে নেই।

সাংবাদিক বিজিত সাহার জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আকাশবাণী কলকাতার প্রাক্তন সাংবাদিক বিজিত সাহার জীবনাবসান হয়েছে। বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বারাসাতের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। হার্টে স্টেন্ট বসানোর পর গতকাল তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। আজীবন বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী বিজিত বাবু ছিলেন কলকাতার প্রবীণতম সাংবাদিকদের একজন। দীর্ঘ কর্মজীবনে আকাশবাণী ছাড়াও কালান্তর সহ অন্যান্য একাধিক পত্র পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতা প্রেসক্লাবেরও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রবীণ সদস্য। বিজিত সাহার প্রয়াণে কলকাতার সাংবাদিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আজই তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হবে।

সম্পাদকীয়

সোশ্যাল মিডিয়া ক্রমশঃ কি আমাদের একা করছে

কবি ভারতচন্দ্রের 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'-এর মতোই, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও স্মার্টফোন ব্যবহারের প্রবণতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশের ফেসবুক অ্যাকাউন্টও রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কেউ স্বঘোষিত কবি, কেউ সাহিত্যিক বা দার্শনিক।

এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। সমস্যা শুরু হয়, যখন ব্যবহারকারী তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলি অপরকে দেখতে বাধ্য করেন। কেউ তাঁর পোস্টে মতামত না দিলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। শুরু হয় ডিজিটাল হিংসা। এখানেই সমাজমাধ্যমের সঙ্গে প্রিন্ট মিডিয়ার মূল পার্থক্য। প্রিন্ট মিডিয়ায় কিছু লিখলে অথবা ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করতে গেলে তাঁকে একটি সম্পাদকীয় বিভাগ হয়ে আসতে হয়। লেখা বাতিল কিংবা পরিমার্জন হওয়াও আশ্চর্যের নয়। তা ছাড়া বড় প্রিন্ট মিডিয়াতে লেখার সঙ্গে সূত্র এবং তথ্যের সত্যতা প্রমাণের নথি লিপিবদ্ধ করতে হয়। সমাজমাধ্যমে সেই সব একেবারেই ব্রাত্য। ফলে, ভুয়ো খবর, মিথ্যা তথ্য, বিষোদ্গার, রাজনৈতিক দলাদলি, অকথ্য ভাষার প্রয়োগ ছড়িয়ে পড়ে অবাধে। ফেসবুক এবং হোয়াটসঅ্যাপ যেন মাদকাসক্তির চেয়েও ভয়ঙ্কর।

সমাজমাধ্যম ভাল না খারাপ, এ কথা বলার সময় হয়তো এখনও আসেনি। তবে নিশ্চিত ভাবেই, এর ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ব্যবহার এক শ্রেণির মানুষকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। কোনও আইন এই প্রবণতাকে বশে আনতে সক্ষম হবে না, যত ক্ষণ না পর্যন্ত মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটে।

এর ফলে আমরা ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছি একাকীত্বের অন্ধকারের অতলে। আমরা সারাক্ষণ মোবাইলে আবদ্ধ থেকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি বাস্তবের সমাজ থেকে। আমার ক'জন ফলোয়ার, বা ক'জন আমাকে লাইক করল, এর থেকে বেরোতে পারলে ভালো থাকবো কি না তা কিন্তু সময় বলবেই।

শাশ্বত কথা

ব্যাকুলতা

তীব্র বৈরাগ্য হলে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমনকরে ভগবানকে পাবো। গুরু বললেন, আমার সঙ্গে এসো-- এই বলে একটা পুকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল? শিষ্য বললে, প্রাণ, আটুবাটু করছিল--যেন প্রাণ যায়। গুরু বললেন, দেখ,এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে। তাই বলি,তিন টান একসঙ্গে হলে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান,আর মায়ের সন্তানেতে টান, এই তিন ভালবাসা একসঙ্গে করে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তাহলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়।

— শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

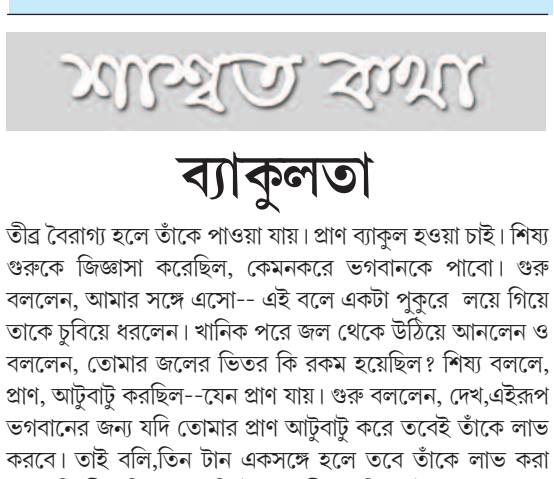

পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এন ডি তিওয়ারির জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট অভিনেতা ওম পুরীর জন্মদিন।*

পৃথিবীর শান্তি একদমই নিখোঁজ

শুভজিৎ বসাক

পৃথিবী থেকে শান্তি যেন অচিরেই হারিয়ে গিয়েছে। একে একে প্রতিটি দেশ একে অন্যের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে। মৃত্যু হচ্ছে সামরিক ও বেসামরিক মানুষের। কিছুদিন আগে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরে আবার ইজরায়েল ফিলিস্তিনের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছে। বিশ্ব রাজনীতি আবার নিজস্ব মতবাদের জেরে বিভক্ত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে আবার প্রমাদ গোনার দিন ঘনিয়ে এল। সম্প্রতি ইজরায়েলে গত শনিবার ভোর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে রকেট হামলা শুরু করে হামাস। জবাবে গাজায় টানা বিমান হামলা অব্যাহত রেখেছে ইজরায়েল। পাল্টাপাল্টি হামলায় এ পর্যন্ত উভয় পক্ষের বহু মানুষ নিহত হয়েছে। বাদ যায়নি শিশুরাও। আহত হয়েছে কয়েক হাজার।

অনেকে বলছেন হামাস 'একতরফা' ও 'বিনা উসকানিতে' ইজরায়েলে হামলা শুরু করেছে। আবার অধিকাংশ বিশ্লেষক মনে করছেন, দুটি কারণে হামাস এই মুহূর্তে এমন হামলা চালাচ্ছে। একটি হলো; ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। আর অপরটি হলো ইজরায়েলের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ ঠেকানো। কিন্তু এই সংঘর্ষের কারণ সাম্প্রতিক নয় বরং অতীতে একটু নজর ঘোরাতে হয়।

ইজরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের উৎস অনেকের কাছে বাইবেলের ঘটনার সমসাময়িক মনে হলেও আধুনিক যুগে এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীতে। মধ্যযুগ থেকেই ইউরোপে থাকা ইহুদিরা বৈষম্যের শিকার হতো, তাদেরকে মূল সমাজ থেকে আলাদা করে 'ঘেটো'তে রাখা হতো, শহরের মূল রাস্তায় প্রবেশ করতে দেওয়া হতো না। কোনো মহামারী ঘটলেও দায়ী করা হতো ইহুদিদেরকে, ব্ল্যাক ডেথের সময় কয়েক হাজার ইহুদিকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে স্রেফ এই সন্দেহেই। ১৮৭০-এর দশকে রাশিয়ায় ইহুদিদের ওপর পরিকল্পিত গণহত্যা শুরু হলে সেখান থেকে অন্যত্র পালাতে থাকেন তাঁরা। এমন সময়েই জায়োনিজমের প্রবর্তক থিওডর হার্জল দাবি করেন- ইহুদিদের নিরাপত্তার জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র প্রয়োজন, আর সেটার জন্য আদর্শ স্থান বাইবেলের পবিত্র ভূমি, অর্থাৎ তৎকালীন উসমানি সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা ফিলিস্তিন। ১৫ বছরের মধ্যে হার্জলের জায়োনিজম তত্ত্বে বিশ্বাসী প্রায় ২৫ হাজার ইহুদি তখন ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে পাড়ি জমান। ১৯০১ সালে 'পবিত্র ভূমি' পুনঃবাঙ্ময় স্তবায়নের জন্য ফিলিস্তিনে জমি কেনার জন্য ইহুদিরা 'জুইশ ন্যাশনাল ফান্ড' গঠন করে, যার শর্ত হিসেবে উল্লেখ থাকে এই জমি কখনোই অন্য সম্প্রদায়ের কাছে বিক্রি করা যাবে না।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই প্রভাবশালী ইহুদি ব্যক্তিদের অনুরোধে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য একটি স্থায়ী আবাসভূমি গড়ার প্রতিশ্রুতি দেন। উসমানি সাম্রাজ্যের পতন ঘটার পর ফিলিস্তিন ব্রিটেনের হস্তগত হয়। এই সময়েই ইউরোপ থেকে আসা ইহুদিরা দলে দলে ভিড়তে থাকে, কিনে নিতে থাকে একের পর এক জমি। উপরন্তু, ইহুদিদের জমিতে আরব শ্রমিকের কাজ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ক্রমাগত একের পর এক অভিবাসী-ভর্তি ইহুদিদের জাহাজ বন্দরে ভেড়া শুরু করতেই স্থানীয় আরব জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে যে, শীঘ্রই তারা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে। অন্যদিকে ইহুদিরাও নিজেদের গোপনে সশস্ত্র করতে থাকে। ১৯২০-এর দশকেই ফিলিস্তিন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ইহুদি-আরব দাঙ্গা।

১৯৩৭ সালে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে সমগ্র ফিলিস্তিন দুই ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হলে আরবদের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, যা কঠোরভাবে দমন করা হয়। এদিকে ইউরোপে নাৎসিদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে উদ্ধার হওয়া ইহুদিদের জাহাজ ভর্তি করে ইজরায়েলে পাঠাতে থাকা জায়োনিস্টরা এবং এদেরকে দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপ দিতে থাকে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠনের জন্য। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে এক ভোটাভুটিতে ফিলিস্তিনকে দুই টুকরো করে দুটি পৃথক ইহুদি ও আরব রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হলো। জেরুজালেম থাকবে একটি 'আন্তর্জাতিক নগরী' হিসেবে। ইহুদি নেতারা এই প্রস্তাব মেনে নেন, কিন্তু আরব নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। জাতিসংঘের এই পরিকল্পনা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি।

ব্রিটিশরা এই সমস্যার কোনো সমাধান করতে না পেরে অবস্থা বেগতিক দেখে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন ছাড়ে। ইহুদি নেতারা এরপর ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে। বহু ফিলিস্তিনি এর প্রতিবাদ জানান এবং এরপর যুদ্ধ শুরু হয়। প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর সৈন্যরাও যেখানে যায় যুদ্ধ করতে। হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে তখন ঘরবাড়ি ফেলে পালাতে অথবা চলে যেতে বাধ্য করা হয়। ফিলিস্তিনিরা এই ঘটনাকে 'আল নাকবা' বা 'মহাবিপর্যয়' বলে থাকেন। পরের বছর এক যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে যখন যুদ্ধ শেষ হলো, ততদিনে ইজরায়েল ফিলিস্তিনের বেশিরভাগ অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। জর্ডান দখল করেছিল একটি অঞ্চল যেটি এখন পশ্চিম তীর বলে পরিচিত। আর মিশর দখল করেছিল গাজা। জেরুজালেম নগরী ভাগ হয়ে যায়, ইজরায়েলি বাহিনী দখল করে নগরীর পশ্চিম অংশ আর জর্ডানের বাহিনী পূর্ব অংশ। ১৯৬৭ সালে আরেকটি যুদ্ধে ইজরায়েল ফিলিস্তিনিদের পূর্ব জেরুজালেম এবং পশ্চিম তীর, সিরিয়ার গোলান মালভূমি, গাজা, এবং মিশরের সিনাই অঞ্চল দখল করে নেয়।

বেশিরভাগ ফিলিস্তিনি শরণার্থী থাকেন গাজা এবং পশ্চিম তীরে। প্রতিবেশী জর্ডান, সিরিয়া এবং লেবাননেও রয়েছেন অনেক ফিলিস্তিনি। ইজরায়েল এই ফিলিস্তিনি এবং তাদের বংশধরদের কাউকেই আর নিজেদের বাড়িঘরে ফিরতে দেয়নি। ইজরায়েল বলে থাকে, এদের ফিরতে দিলে সেই চাপ ইজরায়েল নিতে পারবে না এবং ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইজরায়েলের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে। ইজরায়েল এখনো পশ্চিম তীর দখল করে রয়েছে। গাজা থেকে তারা যদিও সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে, জাতিসংঘের দৃষ্টিতে এটি এখনো ইসরায়েলের দখলে থাকা একটি এলাকা!

পূর্ব জেরুজালেম, গাজা এবং পশ্চিম তীরে যে ফিলিস্তিনিরা থাকেন, তাদের সঙ্গে ইজরায়েলিদের উত্তেজনা প্রায়শই চরমে ওঠে। গাজা শাসন করে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাস। ইজরায়েলের সঙ্গে তাদের অনেকবার যুদ্ধ হয়েছে। গাজার সীমান্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ইজরায়েল এবং মিশর, যাতে হামাসের কাছে কোনো অস্ত্র পৌঁছাতে না পারে।

ইজরায়েলি ও ফিলিস্তিনিরা কিছু ইস্যুতে মোটেও সেই অতীত থেকেই একমত হতে পারছে না। এর মধ্যে রয়েছে ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের ব্যাপারে কী হবে; পশ্চিম তীরে যেসব ইহুদি বসতি স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো থাকবে নাকি সরিয়ে নেওয়া হবে; জেরুজালেম নগরী কি উভয়ের মধ্যে ভাগাভাগি হবে; আর সবচেয়ে জটিল ইস্যু হচ্ছে- ইজরায়েলের পাশাপাশি একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্ন।

সম্প্রতি ইজরায়েলে হামাসের হামলার আরেকটি সাম্প্রতিক পটভূমি হলো সৌদি-ইজরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ঘোষণা।যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হতে যাওয়া এই উদ্যোগে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে ডাকা হচ্ছে না। অর্থাৎ ফিলিস্তিনিদের ছাড়াই সংকট সমাধানের একটা ইঙ্গিত আছে চলমান এই পদক্ষেপে। তাই এই হামলার আরেকটি বার্তা হলো, সৌদি-ইজরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়ায় ফিলিস্তিনিদেরও যথাযথভাবে স্থান দিতে হবে। ফিলিস্তিনিদের দাবি, তাদের কথা শুনতে হবে। সংকট সমাধানে নিতে হবে মতামত। এক কথায় বলতে গেলে, খুব সহজে এই পরিস্থিতির কোনো সমাধান মিলবে না। সংকট সমাধানে সবশেষ একটি উদ্যোগ নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এটিকে 'ডিল অব দ্য সেঞ্চুরি' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা এই উদ্যোগকে নাকচ করে দিয়েছিলেন একেবারে একতরফা উদ্যোগ বলে। ফলে ট্রাম্পের সেই উদ্যোগ খুব একটা কাজে আসেনি।

ভবিষ্যতের যেকোনো শান্তিচুক্তির আগে দু'পক্ষকে জটিল সব সমস্যার সমাধানে একমত হতে হবে। সেটি যতদিন না হচ্ছে, এই সংঘাত চলতেই থাকবে। যেকোনও যুদ্ধই রক্তক্ষয়ী এবং তার প্রভাব সারা বিশ্বে প্রতিটি পরিসরেই আছড়ে পড়ে। এতে স্বাভাবিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষতি হয়। সুস্থ জীবনে অস্থিরতা থাবা বসায় আর রাষ্ট্রনেতারা ক্রমশই সাধারণ মানুষকেই সেইদিকে ঠেলে দিয়ে নিজেদের দেশের অস্থির পরিবেশের উদাহরণ তুলে ধরে। এটাই কি সবসময়ে কাঙ্খিত সাধারণ মানুষের জীবনে? নাকি সাধারণ মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করাটাই বিশ্ব পরিসরে রাষ্ট্রের কাছে দোষের আর তাই কি রাষ্ট্রনেতাদের যুদ্ধে তাদেরই বলিদান দিয়ে আসতে হয় সে অর্থ, সম্পত্তি বা জীবন যা দিয়েই হোক?

বিবেকানন্দের স্মৃতি মাখা খোড়প বোস বাড়ির উমা বন্দনা-য় আছে অন্য মাত্রা

দীপংকর মান্না

১৯৮৭ সালে উৎপল দত্ত ও অলকানন্দা রায় অভিনীত বাংলা টেলিফিল্ম 'সীমানা' তে দেখা যায় এক জমিদার বাড়ির দুর্গাদালান ও অন্দরমহল ।১৯৮৮ সালে

উৎপল দত্ত ও সাধনা রায়চৌধুরী অভিনীত হিন্দি টেলিফিল্ম 'দৃষ্টিদান' ছবিতেও দেখা গেছে এক দুর্গাদালান, যেখানে পাগলের মতো ছোটাছুটি করছেন উৎপল দত্ত।

এই দুর্গাদালান ও জমিদার বাড়ি হলো হাওড়া আমতার খোড়প বোস বা বসু বাড়ি। পুরনো ও নতুন দুই বনেদি বাড়ির দুই দুর্গাদালানে, উমা বন্দনা হয়ে আসছে গত সাড়ে তিনশো ও আড়াইশো বছর ধরে। জৌলুস ও আড়ম্বর কমে গেলেও, দুই বাড়িতে ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি উমা বন্দনায়।

'খড়ি' আর 'অপ', 'খড়ি' মানে খড়ি গাছ আর 'অপ' মানে জল। সম্ভবত সেখান থেকেই খড়িয়প বা খোড়প গ্রাম। খোড়পের চারপাশে জল দেখা গেলেও, খড়ি গাছ দেখতে আজ দূরবিন লাগে। এই খোড়প গ্রামকে বিখ্যাত করেছে- ভৃঙ্গরাজ বা ফিঞেরাজ নামে এক ইজারাদার। বিখ্যাত করেছে খোড়প বোস বা বসু জমিদার বাড়ি। ভৃঙ্গরাজ বা ফিঞেরাজ হারিয়ে গেলেও, পূর্ব পুরুষদের নানা স্মৃতি ও ভাঙাচোরা ঘর নিয়ে বেঁচে আছে খোড়প দুই জমিদার বাড়ি।

সমসাময়িক দলিল দস্তাবেজ ও বসু বাড়ির বংশ তালিকা থেকে দেখা যায়, বসু বাড়ির প্রথম পুরুষ ছিলেন দশরথ বসু। এরা বসবাস শুরু করেন উত্তর চব্বিশপরগনার মহীনগর বা মাহীনগর গ্রামে। এদের এক বংশধর চলে আসে চব্বিশপরগনার কোদালিয়া গ্রামে। বংশের দশম পুরুষ ছিলেন লক্ষন চন্দ্র।এই বংশের উজ্জ্বল বংশধর সুভাষ চন্দ্র বসু। বসু ছিল উপাধি, বংশের পদবী ছিল সেন। এই সেন-রা ছিল উত্তরপ্রদেশ এর কনৌজ থেকে আসা তৎকালীন সেন রাজা বল্লাল সেন এর পঞ্চ কায়স্থের অন্যতম।

এই বংশের ১৯তম পুরুষ মহাদেব বসু আমতার খোড়প গ্রামে বসবাস শুরু করেন।স্থান সঙ্কুলানে চার পুরুষ বসবাসের পর ২৩তম পুরুষ কাশীনাথ বসু

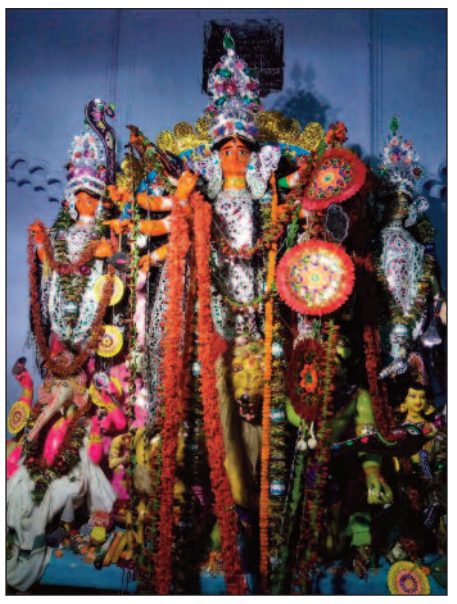

(১৮০৯-৩৪) জমিদারি লাভ করে চলে আসেন প্রাচীন বাড়ির কিছুটা দূরে।নাম হয় নতুন জমিদার বসু বাড়ি। পুরনোর থেকে নতুন বসু বাড়ির বংশবিস্তার, বাস্তু ও সম্পত্তি অনেক বেশি। নতুন বসু বাড়ির ২৫তম বংশধর মাখনগোপাল বসুর সাথে ১৮৬৮ সালে বিবাহ হয়, বিবেকানন্দের এক দিদি হারামণির সাথে। হারামণির মৃত্যুর পর মাখনগোপালের সাথে বিবাহ হয় বিবেকানন্দের আর এক দিদি যোগেন্দ্রবালার সাথে। জানা যায় ছোট বয়সে বিবেকানন্দ খোড়প গ্রামে দিদির বাড়ি আসেন দু'বার। নতুন বসু বাড়ির ছিল ২৮ বিঘা বাস্তু। সঙ্গে ছিল ২০-২৫ বিঘা বাগানবাড়ি। ছিল ৮টি মহল, এক একটি মহলে ছিল ৩২ টা করে ঘর। শোনা যায় বর্ধমান রাজবাড়িতেও এত মহল ছিল না। ছিল পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ। নতুন বাড়ির এক মহলের সমুখে আছে মহরমের তাজিয়া রাখার জন্য সিমেন্টের গোলাকার চাতাল। মহরমের দিন খোড়প গ্রামের তিন মহরম কমিটির সুদৃশ্য তাজিয়া আসে আজও আসে বসু বাড়িতে। এখানে হয় মহরমের মাতম ও জারিগান। সম্প্রীতি বজায় রেখে বসু বাড়ি ও মহরম কমিটিগুলো একে অপরের মঙ্গল কামনা করেন।

পরম্পরা ও রীতিনীতি মেনে পুরনো বসু বাড়িতে ৩৫০ বছর ও নতুন বসু বাড়িতে ২৫০ বছর ধরে উমা বন্দনা খোড়প গ্রামে অন্য মাত্রা বহন করে চলেছে। দুই বাড়িতেই আছে কারুকার্যময় খচিত দুর্গা দালান। সাধারণত পুরোহিত বংশের সদস্যরা দুই বাড়ির পুজোর চার দিন কাজ করে আসছেন। পুজো শেষে পুরোহিতের বকশিস দেওয়ার রীতি ছিল। পুরনো বাড়িতে অন্যান্য উপকরণের সাথে দেবীকে ২৬ টি লালপাড় কাপড় দেওয়ার রীতি ছিল। নতুন বাড়িতে তিন দিন ধরে যাত্রা ও রামযাত্রা হতো। প্রথম দিন কেবল জমিদার বাড়ির মহিলা ও দাস দাসীরা সেই যাত্রা দেখতে পেতেন। দ্বিতীয় দিন যাত্রা দেখতে পেতেন জমিদার বাড়ির পুরুষ ও অন্যান্যরা। তৃতীয় দিন ছিল গ্রামের সকলের জন্য হাটতলায় যাত্রার আয়োজন। রীতি মেনে নতুন বাড়িতে পিতল ও তামার ঘট, গাড়ু, বাসনকোসনে পুজো হয়, ব্যবহার হয়না কলাপাতা। ৬০-৬২ বছর আগে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র একবার নতুন বাড়ির পুজোয় এসেছিলেন। আগে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন কুমারী পুজো হতো। বর্তমানে কেবল নবমীর দিন কুমারী পুজো হয়ে থাকে। রীতি মেনে বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তির নামে হয় পুজোর সংকল্প। তেমনই বিসর্জনের দিন বাড়ির বড় গিন্নিমা করেন দেবীকে প্রথম বরণ। দুই বাড়ির ২৮তম পুরুষ তপন বসু ও চুনীলাল বসুদের কথা— পুজোর আড়ম্বর কমে গেলেও, গ্রামবাসীদের প্রতি তারা আন্তরিক।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মা দিল্লির দুই দানবকে আগামী ভোটে হটিয়ে দাও, দুর্গাপুজো উদ্বোধনে প্রার্থনা সাংসদের

বনস্পতি দে

উত্তরপাড়া: 'মা দিল্লির দুই দানবকে আগামী ভোটে হটিয়ে দাও।' উত্তরপাড়ায় শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাখলা ২ এর পল্লির সর্বজনীন দুর্গোৎসব পুজোর উদ্বোধন করে এই প্রার্থনা করেন বলে জানান। তিনি বলেন, 'মায়ের কাছে প্রার্থনা সারা ভারতবর্ষের উন্নতি কর, সারা ভারতবর্ষকে রক্ষা কর। আর দিল্লির দুই দানবকে ২০২৪ সালের নির্বাচনের পর দিল্লি থেকে হটিয়ে দাও। মায়ের কাছে সবার মঙ্গল কামনা করি।'

তিনি আরও বলেন, 'মা দুর্গার পুজো এসে গেল সারা বাংলার মানুষ এই শারদ উৎসবের অপেক্ষায় থাকেন। কলকাতা ও গ্রামবাংলায় প্রচুর পুজো হয়। এই সময় সাধারণ মানুষ খুব খুশিতে থাকেন মা সবাইকে আশীর্বাদ কর। কলকাতার পুজো ও সারা বাংলার পুজো বিশ্বের দরবারে ইউনেস্কোর তকমা পেয়েছে, যারা সমালোচনা করার তারা করবেই। সারা বিশ্বে পশ্চিমবঙ্গের পুজো দেখিয়ে দিয়েছে।'

মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলায় তৃতীয়ায় হুগলির উত্তরপাড়ায় শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মাখলা ২ এর পল্লির সর্বজনীন দুর্গোৎসব পুজোর উদ্বোধন করলেন ফিতে কেটে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে। এরপর মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করলেন। এরপর দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সাংসদকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ডক্টর সুবীর মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি ও টাউন তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ সহ বেশ কিছু তৃণমূল কাউন্সিলর। ছিলেন মাখলা ২ এর পল্লির সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রীমতি শতরূপা বোস দাস, কমিটির কর্মকর্তা তপন চক্রবর্তী। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক নৃত্য পরিচালক শ্রীমতি কেয়া চন্দকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

বেতন বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণের দাবিতে আশা কর্মীদের বিক্ষোভ গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ১৭ দফা দাবি তুলে বিক্ষোভ আশা কর্মীদের। এদিন আরামবাগ মহকুমার গোঘাটে কয়েকশো আশা কর্মী দল বেঁধে একগুচ্ছ দাবি তুলে বিক্ষোভ দেখায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে। গোঘাট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চলে এই বিক্ষোভ। অভিযোগ, সারাদিন ধরে আশা কর্মীদের পরিশ্রম করানো হলেও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। রাজ্য সরকারের উচিত আশা কর্মীদের চাকরির স্থায়ীকরণ করা। পাশাপাশি আশাকর্মীদের দাবি, ন্যূনতম বেতন ২৬ হাজার টাকা করতে হবে এবং পুজোর উপযুক্ত বোনাস দিতে হবে।

আশাকর্মী বর্নালী ঘোষ বলেন, একজন আশা কর্মী রোদ ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে সারাদিন ধরে কাজ করছে। তাঁরা যদি উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পান তাহলে তো বিক্ষোভ করবেনই। এক প্রকার বাধ্য হয়ে বেতন বৃদ্ধির দাবি তুলে এই বিক্ষোভ চলছে বলে জানান তিনি। অন্য দিকে শোভা কুণ্ডু নামে আর একজন আশা কর্মী বলেন, ১৭ দফা দাবি তুলে এই বিক্ষোভ চলছে।

অন্য দিকে আশা কর্মী ইউনিয়নের নেত্রী সুফিয়া বেগম বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গ্রামের মানুষকে আশা কর্মীরা পরিষেবা দিয়ে থাকে। সামাজিক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যপরিসেবা ও মানসিক পরিষেবাও দেওয়া হয়।' পুজোর সময় আমাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর।

মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডের ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ প্রকাশিত ১৩.১০.২০২৩ তারিখের সংশোধনী

মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনের অধীনে) এর ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশের প্রকাশিত ১৩.১০.২০২৩ তারিখের সংশোধনী। নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে:

বিবরণ	পূর্বের প্রদত্ত সময়	বর্ধিত সময়
প্রস্তাবনীয় ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইত্যাদি দাখিল	১৩.১০.২০২৩ থেকে ২৭.১০.২০২৩	১৩.১০.২০২৩ থেকে ৩১.১০.২০২৩ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
সাইট পরিদর্শন/পর্যবেক্ষন তারিখ	০১.১১.২০২৩ থেকে ০৭.১১.২০২৩	০১.১১.২০২৩ থেকে ০৭.১১.২০২৩
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	১১.১১.২০২৩ সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত	১৪.১১.২০২৩ সকাল ১১ টা পর্যন্ত

তারিখ : ১৮.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা

স্বা/- প্রতিক বায়াল
লিকুইডেটর রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রা লি বিষয় সম্পত্তি

পাঞ্জাব এণ্ড সিংধ বৈংক / Punjab & Sind Bank

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

চৌরঙ্গি ব্রাঞ্চ
৫৬বি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ ই-মেল : c0625@psb.co.in

যেহেতু:
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের অধীনে এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৪.০৭.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা মেসার্স মিতিলাই ফার্নিচার, স্বত্ব. শ্রীমতি মিতালি মন্ডল,** স্বামী শ্রী সমীর মন্ডল কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৪৪,৬২,৯৪১.২২ টাকা** (চুয়াল্লিশ লাখ বাষট্টি হাজার নশো একচল্লিশ টাকা এবং বাইশ পয়সা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে তাঁর প্রতি অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিবরিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল নিয়েছেন **১৭ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া **৪৪,৬২,৯৪১.২২ টাকা** (চুয়াল্লিশ লাখ বাষট্টি হাজার নশো একচল্লিশ টাকা এবং বাইশ পয়সা) টাকা ০১.০৭.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : ২ তলা ভবন অবস্থিত ০৪ কাঠা জমি, মৌজা- নন্দভাঙ্গা, জেএল নং ৪২, পরগনা-মাগুরা, তৌজি নং ১৪, আরএস নং ১১৬, উল্লেখ্য আরএস খতিয়ান নং ৩৫১, এলআর খতিয়ান নং ২৬৫৬, আরএস দাগ নং ২১৭৯, এলআর দাগ নং ২১৮১, বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা এবং এডিএসআর অফিস-বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৫০৩। চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস দাগ নং ২১৭৯ অংশ, পশ্চিমে : ক্রেতার জমি, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে: আরএস দাগ নং ২১৭৯ এর অংশ সমন্বিত।

তারিখ : ১৭.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

পুজোয় দুঃস্থদের মুখে হাসি ফোটাল 'আমরা আপনজন'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: এঁদের মধ্যে কেউ কলেজের পাঠ শেষ করে চাকরির চেষ্টা করছেন, কেউ আবার চোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে শুরু করেছেন ব্যবসা। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার লড়াইয়ে আর পাঁচটা বেকার তরুণের মতোই লড়াই করছেন এঁরা প্রত্যেকে। তবে এর মধ্যেও মানুষের পাশে দাঁড়াতে ভোলেননি কখনও। আবার পুজোর মুখে বেশ কিছু হতদরিদ্র মানুষ ও শিশুর মুখে হাসি ফোটালেন তাঁরা। সদ্য ডায়মন্ড হারবারের মুক্তাঙ্গনে শতাধিক মানুষের হাতে পোশাক তুলে দিলেন 'আমরা আপনজন' গোষ্ঠীর সদস্যরা।

গত কয়েক বছর আগে ডোনা, জিৎ, ত্রিদিব, মণীষা, তুহিনা, তমাল, সুব্রত, শান্তনুর মতো বেশ কিছু তরুণের হাত ধরে পথচলা শুরু করে মানবিক সংগঠন 'আমরা আপনজন'। কখনও ইটভাটার শ্রমিক পরিবারে কখনও আবার মৎস্যজীবী পরিবারের শিশুদের পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে এই সংগঠনকে। সংগঠনের সম্পাদক জিৎ সাঁতরা বলেন, 'আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করি মানুষের পাশে দাঁড়াতে। বিশেষ করে হতদরিদ্র মানুষ, শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য আমরা কাজ করি। আর আগামী দিনেও করব।' সংগঠনের অত্যতম সদস্য অতীশ মণ্ডল বলেন, 'ছোটরা যে কাজ করছে ভাবাই যায় না। সবার আশীর্বাদ সহযোগিতা পেলে আগামী দিনেও মানুষের জন্য কাজ চালিয়ে যাব।'

হতাশায় 'আরোহন' ছিল পাশে, ঋণ নিয়ে ব্যবসায় সাফল্য সুপর্ণার

নিজস্ব প্রতিবেদন: দারিদ্রের সঙ্গে লড়তে লড়তে যখন আর পেরে উঠছেন না, দিশেহারা ঠিক তখনই পাশে দাঁড়িয়েছিল ক্ষুদ্র ঋণপ্রদানকারী সংস্থা 'আরোহন'। এই সংস্থার ঋণ নিয়েই জীবনে আরোহন উত্তর ২৪ পরগনার চৈতালের বাসিন্দা সুপর্ণা মণ্ডলের।

একসময় দু'বেলার খরচ জোগানো খুবই কঠিন ছিল। তবে দিন বদলের সঙ্গে বদলেছে তাঁর জীবন। 'আরোহন' নামে এক এনবিএফসি মাইক্রোফাইনান্স ঋণের সহায়তা আর তাঁর পরিশ্রমের জেরে আজ তিনি মৎস্য ব্যবসায়ী।

২০১৯ সালে তিন একর জুড়ে মাছের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ঋণ চেয়েছিলেন সুপর্ণা। কিন্তু, তাঁর আশপাশের সবার মতো তাঁরও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুদের উচ্চ হার এবং জটিল পদ্ধতিতে সুপর্ণারও ঋণ সম্পর্কে একটা বড় সমস্যা হয়ে দঁড়ায়। তবে 'আরোহন' ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এই মাইক্রফিন্যান্স থেকে ঋণ বাবাদ প্রাপ্ত অর্থ তাঁর ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিলেন সুপর্ণা। পরে ঋণের অর্থের ব্যবসা বাড়ান।

এই সব মিলিয়ে এখন তিনি পরিচিতি পেয়েছেন এক সফল মৎস্য ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞ হিসেবে। এই প্রসঙ্গে সুপর্ণা মণ্ডল জানান, 'আরোহনের কাছ থেকে আমার প্রথম ঋণ পাওয়ার মুহূর্ত ছিল অত্যন্ত আনন্দের। আমি গত তিন বছর ধরে তাদের ওপর নির্ভর করেছি।

আরোহন আমার মধ্যে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে। তাদের সমর্থন ছাড়া আমি আমার বর্তমান এই উচ্চতায় পৌঁছতে পারতাম না। এটি আমার জীবনে সবচেয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং আমি এই মাইক্রোফিনান্সের কছে অকৃত্রিমভাবে কৃতজ্ঞও।'

সুপর্ণার জীবনের এই ঘটনা এক দায়িত্বশীল ক্ষুদ্রঋণ প্রদান পদ্ধতি সমাজে এক গভীর প্রভাব ফেলে। নিজের এলাকার অন্যদের অনুপ্রাণিত করতেও সুপর্নাকে সাহায্য করেছে এই আরোহন।

শিশুসদনের দুঃস্থদের নতুন পোশাক বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পুজোর আগে কাঁকসার রাজবাঁধ শিশুসদনের দুঃস্থ পড়ুয়াদের হাতে পুজোর নতুন পোশাক তুলে দিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইস্ট কুমার গৌতম, কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি পার্থ ঘোষ সহ বিশিষ্টজনের।

এদিন কাঁকসা থানার পক্ষ থেকে সদনের ৩৭জন পড়ুয়ার হাতে পুজোর নতুন পোশাক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি দু'টি ফুটবল তুলে দেওয়া হয় পড়ুয়াদের হাতে। এছাড়াও এদিন রাজবাঁধ শিশুসদন সংলগ্ন স্বামীজির

নামের একটি ফুটবল ময়দান ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইস্ট।

ইন্ডিয়ন বৈংক Indian Bank / इलाहाबाद ALLAHABAD
ZONAL OFFICE : KOLKATA SOUTH, 14 India Exchange Place, 3rd Floor, KOLKATA - 700001

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন পত্রিকার **১৪.১০.২০২৩** সংস্করণে প্রকাশিত আমাদের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ক্রম নং ১, ঋণগ্রহীতার নাম পড়তে হবে **শ্রী দীপায়ন বিশ্বাস- শ্রী দীপায়ন দাস** এর পরিবর্তে। পূর্বের বিজ্ঞাপণ অনুযায়ী অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ১৮.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আমস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ই-মেইল- zo.bardhaman@bankofindia.com

বন্ধক রাখা স্বর্ণের গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রার পাবলিক নিলামের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার অনুস্মারক/নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **০২.১১.২০২৩** এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **০৩.১১.২০২৩ তারিখে সকাল ১০:০০টা** থেকে তাদের অঙ্গীকারবদ্ধ সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।

বিডে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ম্যানেজারের কাছে **৫০০০/- টাকা (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে। চূড়ান্ত বিডিংয়ে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। যদি বিডিং মূল্য কম বা অপর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কোনো কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোনো কারণ না দেখিয়ে তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

অ্যাকাউন্ট নং. এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার গ্রস ওজন
৪২০৩৭৭৬১০০০০৪৮৯ এবং শ্যামসুন্দর শাখা	শীর্ষেন্দু কোনার	পিতা শ্রীদাম চন্দ্র কোনার গ্রাম - আড়ুই, পোঃ- সাকনারা শ্যামসুন্দর পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৪২১	৭.৫০ গ্রাম
৪২৬৭৭৭৬১০০০০৩১৬ এবং পালসিট শাখা	গোপাল গোস্বামী	পিতা ব্রজবল্লভ গোস্বামী গ্রাম - কারান্দা, পোঃ- কেএইচ কারান্দা পালসিট জেলা- পূর্ব বর্ধমান- ৭১৩১৪৯	১৮.৪০ গ্রাম

তারিখ: ১৮.১০.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কলকাতা ডেটস্ রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং, ৮ম তল
৪২ সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
কেস নং আরসি/৭০/২০২২
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বনাম অরিন্দম চক্রবর্তী
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা দ্বারা **অর্ডার নং ১৬ তারিখ ০৪.১০.২০২৩ তারিখের অর্ডার** অনুসারে, নীচের বিবরণ অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হবে :

"**কমবেশি ১৬.৫৮ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা- নবদ্বীপ, জেএল নং- ২০, এলআর দাগ নং- ১৪০১৩, এলআর খতিয়ান নং- ১৯৮৭৬, নবদ্বীপ পৌরসভার ওয়ার্ড নং-২২, এ অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৫ এবং ২৬ ফাঁসিতলা ঘাট রোড, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩০২, ২০০৭ সালের দলিল নং ১৪০৬, আরও সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে।**" পাবলিক অকশনের মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে**" ভিত্তিতে এবং ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে ই-অকশনের মাধ্যমে।

ইচ্ছুক ক্রেতাদের **রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা** এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডার আকারে সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের @ ১০% বায়না অর্থ জমা করতে হবে বা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাঙ্কের পরামর্শ নিয়ে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ই-অকশন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে উক্ত অর্থাঙ্ক সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং অন্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বায়নার অর্থ সমন্বয় করার পরে বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪ টার মধ্যে, যদি পরের দিন ছুটি বা রবিবার হয় তবে ১ম কার্যদিবসে, ব্যর্থ হলে বায়না অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ক্রয়কারীকে নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% জমা করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্য যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হল **৪১,৩০,০০০/- টাকা (একচল্লিশ লাখ তিরিশ হাজার টাকা)** এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১% বর্ধিত বিডের পরিমাণ। অন্যান্য শর্তাবলী ০৮.০৮.২০২৩ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণা অনুসারে একই থাকবে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে উল্লিখিত সম্পত্তি অনলাইন নিলামের (ই অকশন) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা **২২.১২.২০২৩ তারিখে বিকাল ৩টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ৩ মিনিট** সীমাহীন এক্সটেনশন সহ অনুষ্ঠিত হবে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট- **http://drt.auctiontiger.net** তে। সম্ভাব্য দরদাতাকে **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং **২০.১২.২০২৩** তারিখে বা তার আগে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা প্রদেয় এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে তাদের বায়না জমা এবং অফার সহ নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে।

তবে নিলামের সময় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটে যাওয়া কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবে না।

অন-লাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আরও নির্দেশনা সহ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের/ইচ্ছুক ক্রেতার কাছে ই-নিলাম প্রদানকারী কোম্পানি দ্বারা, যদি থাকে, লগইন করার জন্য পাঠানো হবে।

অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর বিবরণ : **ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লি., মোবাইল নং ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেইল : support@auctiontiger.net।**

আগ্রহী দরদাতারা বিস্তারিত পদ্ধতি, শর্তাবলী এবং ই-নিলামের ক্ষেত্রে অন্য কোনো সহায়তা/ সাহায্যের জন্য ওয়েবসাইট- **http://drt.auctiontiger.net** দেখতে পারেন। পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **শ্রী সন্তোষ মাহাতো, মোবাইল নং ৭৯৮০৬ ০২৪৯১**-এর সঙ্গে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১.১০.২০২৩

স্বা/- এস. বিশ্বাস
রিকভারি অফিসার

চাঁদমালায় পরিবেশকে সুস্থ রাখার বার্তা

মনোজ চক্রবর্তী

বাগনান: ওদের কারও নাম রূপঙ্কর মাইতি, কারও নাম তৃষা দাস, কারও নাম পুরবী দাস। ওদের বয়স ১০ থেকে ১৪র মধ্যে। ওরা সবাই স্কুল ছাত্র। ওরা মহালয়ার শধে ঘুম ভাঙার পরই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করেছিল এমন কিছু করবে যাতে এই দুর্গাপুজোয় ওদের অস্তিত্ব স্পেশাল হয়ে যায়। টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে কিছু টাকা পুজোর খরচের জন্য সঞ্চয় করেছে ওরা। কিন্তু পুজোর সময় তা ভেলপুরি, ঝালমুড়ি, ফুচকা খেয়ে নষ্ট করার চেয়ে এমন কিছু করতে চেয়েছে, যাতে একটা বার্তা দেওয়া যায় পূজা উদ্যোক্তাদের।

এই ভাবনা থেকে এরা ঠিক করে, নিজেদের জমানো অর্থ দিয়ে পেপার, ফেব্রিক, কালার এই সমস্ত কিছু কিনবে এবং পরিবেশকে সুস্থ রাখতে বিভিন্ন বার্তা সম্বলিত চাঁদমালা তৈরি করবে। আর তা বিনামূল্যে তুলে দেবে সন্তোষী মাতা মন্দির চত্বরে। মন্দির কমিটির সম্পাদক সোমনাথ চৌধুরীকে বিকেল বেলাটা মন্দির প্রাঙ্গণ ফাঁকা করার জন্য অনুরোধ জানায় এই কচিকাঁচারা। না করেননি

সোমনাথবাবু। এখন জোরকদমে চলছে সুদৃশ্য চাঁদমালা তৈরির কাজ। কোনও রকম পরিবেশ পরিপন্থী উপাদান ব্যবহার না করেই তৈরি হচ্ছে পরিবেশ বাঁচানোর বার্তা দেওয়া চাঁদমালা, বিকেল হলেই এই কচিকাঁচাদের রং তুলির আঁচড়ে সেজে উঠছে বাগনানের রামচন্দ্রপুরের সন্তোষী মাতা মন্দির চত্বর।

সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেঁধে সোনার দোকানে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: সিভিক ভলান্টিয়ারদের মারধর করে শাটার কেটে সোনার দোকানে ঢুকে ডাকাতি করল ৭ জনের দল। ৫ লক্ষ টাকার জিনিস খোওয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে আমডাঙার দারিয়াপুর এলাকায়। অভিযোগ, দারিয়াপুর বাজারের দুই কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ার্স ডাকাত দলটিকে বাধা দিলে তাদের মারধর করা হয়। আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে তাঁদের বেঁধে রেখে ডাকাত দল দোকানে ঢোকে। ওই দুই সিভিক ভলান্টিয়ারকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আমডাঙা থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, সোনার দোকানে শাটার কেটে ভেতরে ঢোকে ৭ জনের ডাকাত দল। সোনা ও নগদ মিলিয়ে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার জিনিস খোওয়া গিয়েছে বলে দাবি দোকান মালিকের।

স্থানীয়দের বক্তব্য, রাত ২টো নাগাদ একটি ডাকাত দল আসে দারিয়াপুর বাজারে। সোনার দোকানের তালা ভাঙতেই নজরে আসে কর্তব্যরত ২ সিভিক ভলানটিয়ারের। বাধা দেওয়ায় গামছা দিয়ে তাদের মুখ ও হাত পা বেঁধে মারধর করে পাশে একটি বাগানে ফেলে দিয়ে সোনার দোকানের সর্বস্ব লুঠ করে দুষ্কৃতীরা। ব্যাবসায়ীদের দাবি ৫০ থেকে ৬০ বছরের পুরনো বাজার। এই দারিয়াপুর বাজারে এই প্রথম এমন ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আমডাঙা থানার পুলিশ।

ইন্ডিয়ন বৈংক Indian Bank / इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: z184@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**সেখানে যা আছে**", এবং "**সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে**", আগামী **২২.১১.২০২৩** তারিখে বিক্রি করা হবে **৪০,৩৫,১৫৩.৪৬ টাকা** (চল্লিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার একশত তিপ্পান্ন টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৩২,২৬,৯৮২.৫০ টাকা + ৮,০৮,১৭০.৯৬ টাকা) **১৬.১০.২০২৩** অনুযায়ী সহ সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ। পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স ঘোষ কৃষি ফার্টিলাইজার স্বত্বাধিকারী : লাল মোহন ঘোষ** গ্রাম - গয়েশপুর, পোঃঅঃ - বাগানচড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদিয়া, পিন - ৭৪১ ৪০৪-এর কাছ থেকে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**-এর প্রাপ্য।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা: মেসার্স ঘোষ কৃষি ফার্টিলাইজার স্বত্বাধিকারী : লাল মোহন ঘোষ** গ্রাম - গয়েশপুর, পোঃঅঃ - বাগানচড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদিয়া, পিন - ৭৪১ ৪০৪। **২. "মৃত প্রয়াত লাল মোহন ঘোষের সম্পত্তিতে" (২০.০৩.২০২০ তারিখে মৃত) (স্বত্বাধিকারী/ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) আইনী উত্তরাধিকারীদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। অর্থাৎ-** **ক) রাজলক্ষ্মী ঘোষ,** স্বামী মৃত লাল মোহন ঘোষ, **খ) লোকেশ ঘোষ,** পিতা মৃত লাল মোহন ঘোষ **গ) লিজা ঘোষ,** পিতা মৃত লাল মোহন ঘোষ **সকলেরই ঠিকানা:** গ্রাম - গয়েশপুর, পোঃঅঃ - বাগানচড়া, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদিয়া, পিন - ৭৪১ ৪০৪। **খ) শান্তিপুর শাখা**	গয়েশপুর মৌজায় একতলা বিল্ডিং সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৭, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১০৪৮, এলআর খতিয়ান নং ১৯২৭, জমির পরিমাপ ১৪.৬৭ ডেসিমেল, গ্রাম- গয়েশপুর (ঘোষ পাড়া), পোস্ট - গয়েশপুর - হাজারী তলা, থানা - শান্তিপুর, জেলা - নদীয়া, শান্তিপুর পৌরসভার অধীনে পিন - ৭৪১ ৪০৪, শ্রেণীবিভাগ - বাড়ি। **সম্পত্তিটি শ্রী লালমোহন ঘোষ এর নামে আছে।** **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর - শশী ভূষণ ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণ - পঞ্চায়েত মেটাল রোড, পূর্ব- হরিপদ ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিম - রামকৃষ্ণ ঘোষ এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি দ্বারা।	**৪০,৩৫,১৫৩.৪৬ টাকা** (চল্লিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার একশত তিপ্পান্ন টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ৩২,২৬,৯৮২.৫০ টাকা + ৮,০৮,১৭০.৯৬ টাকা) **১৬.১০.২০২৩** অনুযায়ী সহ সুদ/চার্জ এবং তার উপর খরচ।	**ক) ৩৪.০৩ লক্ষ টাকা (*)** **খ) ৩.৪১ টাকা** **গ) ১০,০০০/- টাকা** **ঘ) IDIB30298274569** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২২.১১.২০২৩; সময় - দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৭.১০.২০২৩ / স্থান : বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.
করুণাময়ী ব্রাঞ্চ ইডি-ব্লক, করুণাময়ী সেন্টার-কাম-কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স সেক্টর - II, সল্টলেক সিটি
কলকাতা - ৭০০ ০৯১ ফোন : ০৩৩-২৩৫৮-৩৮৮২/৩৮৮৩ ইমেল : samatacoop.bank@gmail.com/info@samatasamatabank.org

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত **আইনের ১৩(৪) ধারা** এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত তারিখে জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি., সল্টলেক শাখা নিকট বকেয়া পরিমাণ সুদ, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা এবং অ্যাকাউন্ট নং	ক) নোটিশের তাং অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশ গ) দখল নোটিশ	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১. **অশোক কুমার ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) (প্রয়াত)** পিতা নিরঞ্জন ঘোষ ৮২বি/১, ভুবন মোহন রায় রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০০০৮ **শ্রীমতি মৌসুমী ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** প্রয়াত অশোক কুমার ঘোষের স্ত্রী এবং আইনি উত্তরাধিকারী ৮২বি/১, ভুবন মোহন রায় রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০০০৮ **শ্রীমতি রিয়া ঘোষ** প্রয়াত অশোক কুমার ঘোষের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী ৮২বি/১, ভুবন মোহন রায় রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০০০৮ **শ্রীমতি শ্বেতা ঘোষ** প্রয়াত অশোক কুমার ঘোষের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী ৮২বি/১, ভুবন মোহন রায় রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০০০৮ **জামিনদাতা** **শ্রী বিজয় দাস,** পিতা বিরেশ্বর দাস, ৬৮, গৌরাঙ্গ সরণি, গরফা, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **শ্রী বিপ্র প্রসাদ ঘোষ,** পিতা ননী গোপাল ঘোষ ১৮/৩, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮ **ক্যাশ ক্রেডিট লোন এ/সি নং CR-253**	**ক) ১,৭৮,১৩,৯৭৩.৮০ টাকা** (এক কোটি আটাত্তর লাখ তেরো হাজার নশো তিয়াত্তর টাকা এবং আশি পয়সা) টাকা ০১.০৮.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **খ) ০২.০৮.২০২৩** **গ) ১৩.১০.২০২৩**	**সম্পত্তি নং ১.** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর দিকে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি, মৌজা- পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ১৭৫২, দাগ নং ২৮০, অবস্থিত ৮২-বি/১, ভুবন মোহন রায় রোড, (মোতিলাল গুপ্ত রোড, স্টিল ওয়ে মোড়ের নিকট) ওয়ার্ড নং ১২৩, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা-ঠাকুরপুকুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০০৮, দলিল নং ১-০০৯০৩, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা নং ৬৭৪৩ থেকে ৬৭৬৪-২০১১ সালের, এডিএসআরও-বেহালা। **সম্পত্তি অশোক কুমার ঘোষ,** পিতা নিরঞ্জন ঘোষ এবং মৌসুমী ঘোষ, স্বামী অশোক কুমার ঘোষ এর নামে। **ভবনের চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে :** প্লট নং ৪ জমি, **দক্ষিণে :** প্লট নং ৯ জমি, **পূর্বে :**১৬ ফুট চওড়া ভুবন মোহন রায় রোড, **পশ্চিমে :** দাগ নং ২২৭ জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি নং ২ :** সংশ্লিষ্ট অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ এরিয়া ১ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি, মৌজা- মুরাদপুর, জেএল নং ১৩, আরএস নং ১৯২, খতিয়ান নং ৭৮/৭৯, দাগ নং ১৬৪ অবস্থিত ১৮/৩, নাবালিয়া পাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ১২০, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা- ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০০৮, দক্ষিণ ২৪পরগনা, দলিল নং ১-০২৬০৮, ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা নং ১৩১৯ থেকে ১৩৩৯ -২০১০ সালের, এডিএসআরও-বেহালা। **সম্পত্তি শ্রী বিপ্র প্রসাদ ঘোষ,** পিতা ননী গোপাল ঘোষ এর নামে, **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** শ্রী জানা এর নামে, **দক্ষিণে :** হারান প্রামাণিক এর সম্পত্তি, **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** শ্রী শঙ্কর এর সম্পত্তি সমন্বিত।
২. **শ্রী বাপি ঘোষ (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত দুলাল চন্দ্র ঘোষ ৮৩/১৮, বরিষা পূর্বপাড়া রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬৩ **শ্রীমতি সোনালি ঘোষ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী শ্রী বাপি ঘোষ, ৮৩/১৮, বরিষা পূর্বপাড়া রোড, থানা - ঠাকুরপুকুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৬৩ **টার্ম লোন এ/সি নং : MTL-3891**	**ক) ২৫,৯৯,৯৮০.০০ টাকা** (পঁচিশ লাখ নিরানব্বই হাজার নশো আশি টাকা) টাকা ৩১.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **খ) ০২.০৮.২০২৩** **গ) ১৩.১০.২০২৩**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ২ কাঠা কমবেশি, মৌজা পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, দাগ নং ২৯৬০, খতিয়ান নং ৪৯৮, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ২৭৮৯, ওয়ার্ড নং ১২৪-কেএমসি অধীন, বিদ্যাসাগর সরণি, পো -ঠাকুরপুকুর, থানা-হরিদেবপুর,জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৬৩, দলিল নং ১-১১৫, ভল্যুম নং ৫০, পৃষ্ঠা নং ২২১ থেকে ২২৬ -১৯৯৮ সালের,এডিএসআরও -বেহালা। **সম্পত্তি শ্রী বাপি ঘোষ,** পিতা প্রয়াত দুলাল চন্দ্র ঘোষের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে :** সুধীর মন্ডলের সম্পত্তি, **পূর্বে :** বি মুখার্জির সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** বিশ্বনাথ দাস এর সম্পত্তি সমন্বিত।
৩. **শ্রী অবনী ভূষণ মজুমদার** পিতা প্রয়াত ক্ষেত্র মোহন মজুমদার **শ্রীমতি রচনা মজুমদার** পিতা শ্রী অবনী ভূষণ মজুমদার **শ্রী অর্ণব মজুমদার** পিতা শ্রী অবনী ভূষণ মজুমদার **জামিনদাতা -** **শ্রীমতি লক্ষ্মী মজুমদার** স্বামী শ্রী অবনী ভূষণ মজুমদার **শ্রীমতি রচনা মজুমদার** পিতা শ্রী অবনী ভূষণ মজুমদার **সকলের ঠিকানা একই -** ২৩/১, জমাদার পাড়া, ব্রহ্মপুর, ডি.জে. ভাটা, পো. গড়িয়া, থানা - বাঁশদ্রোণী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৮৪ **টার্ম লোন এ/সি নং : LTL-2343**	**ক) ১৫,৪৩,২৬৮.০০ টাকা** (পনের লাখ তেতাল্লিশ হাজার দুশো আটষট্টি টাকা) টাকা ৩০.০৪.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **খ) ২৫.০৫.২০২৩** **গ) ১৩.১০.২০২৩**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন পরিমাণ এরিয়া ২ কাঠা কমবেশি মৌজা- ব্রহ্মপুর,জেএল নং ৪৮, আরএস দাগ নং ১১১৪, খতিয়ান নং ৩২১, আরএস নং ১৬৯, তৌজি নং ৬০, প্লট নং ৩৭, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১১ অধীন,অবস্থিত ২৩/১, জমাদারপাড়া, ব্রহ্মপুর, ডি জে ভাটা, পো-গড়িয়া, থানা-বাঁশদ্রোণী,জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৮৪, দলিল নং ১-২৭৮৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১০৩, পৃষ্ঠা নং ১১২থেকে ১২২ -২০০২ সালের। এডিএসআর- আলিপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪পরগনা। **সম্পত্তি শ্রী অবনী ভূষণ মজুমদার,** পিতা প্রয়াত ক্ষেত্রমোহন মজুমদারের নামে।

তারিখ : ১৭.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
সমতা কো-অপারেটিভ ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লি.

খনিতে পাথর চাপা পড়ে কিশোরের মৃত্যু, ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: রানিগঞ্জ ও ধানবাদের রেশ কাটতে না কাটতে কয়লা তুলতে গিয়ে কয়লাখনির ওভারবার্ডেন বা পাথর চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক কিশোরের। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের জামুড়িয়া থানার ইসিএলের আওতাধীন এক বেসরকারি কয়লা উত্তোলনকারী সংস্থার খোলা মুখ খনিশিবডাঙা এলাকায়। আসানসোল পুরনিগমের ৯ নং ওয়ার্ডের জামুড়িয়া থানার জবা গ্রামের বাসিন্দা কিশোর সুদীপ টুডুর (১৪) মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, জামুড়িয়ার শিবডাঙা এলাকায় ইসিএলের আওতাধীন বেসরকারি ওপেন কাস্ট প্রজেক্ট বা খোলামুখ কয়লাখনি আছে। সেই ওসিপি থেকে ওভারবার্ডেন তুলে বাইরে রাখা হয়। সেই ওভারবার্ডেন থেকে আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা কয়লা বাছাই করে নিয়ে যায়। সেই রকম ভাবে এদিন সকালে বেশ কয়েকজন লোক সেই ওভারবার্ডেন থেকে কয়লা বাছাই করছিল। তাদের মধ্যে জবা গ্রামের

১২ বছরের সুদীপ টুডু ছিল। আচমকাই ওপর থেকে একটা বিশাল পাথর পড়ে। নীচে কয়লা বাছাই করা অন্যান্যরা পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারলেও, সুদীপ টুডু সেই পাথরের তলায় চাপা পড়ে যায়। খবর পেয়ে আশপাশের লোকেরা দৌড়ে আসেন। তাঁরা কোনও মতে পাথর সরিয়ে সুদীপকে উদ্ধার করে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে কোনও কর্মসংস্থান নেই। তাই বাধ্য হয়ে গরিব মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এইসব কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হচ্ছে।' অপরদিকে ঘটনার জন্য খনি কর্তৃপক্ষ ও তাদের নিরাপত্তারক্ষীদের দায়ী করে মৃত কিশোরের ক্ষতিপূরণের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ করে। তৃণমূল নেতা তথা আসানসোল পুর নিগমের মেয়র পরিষদ সুব্রত অধিকারীর দাবি, খনি কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। তিনি দাবি করেন, মৃতের বাবাকে চাকরি ও তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে খনি কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ১২ অক্টোবর দুপুরে আসানসোলের রানিগঞ্জ থানার ইসিএলের নারায়ণকুড়িতে খোলামুখ খনি থেকে অবৈধ ভাবে কয়লা তুলতে গিয়ে তিনজন মারা যান। এরপর সোমবার ঝাড়খণ্ডের ধানবাদের নিরসা থানার ইসিএলের কাপাসারা খোলামুখ কয়লাখনিতে একই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় দু'জনের মৃত্যু হয়। তার জের কাটতে না কাটতে জামুড়িয়ায় এদিনের ঘটনা।

আজও হল না নাড়ুগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মঙ্গলবারও হল না নাড়ুগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচন। কংগ্রেস প্রার্থী মিনতি মান্ডির নাম প্রস্তাব না করার কারণে প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারলেন না তিনি।

জানা গিয়েছে, যেদিন প্রথম নাড়ুগ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হয়, সেদিন কংগ্রেসের মিনতি মান্ডি অনুপস্থিত ছিলেন। পরপর দু'-তিনটে মিটিংয়ে না আসার কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপপ্রধানকে চার্জ দেওয়া হয়। তারপর আরও একটা মিটিংয়ে না আসার ফলে ব্যাঙ্কিং লেনদেনের বিষয়ে রায়না ১ নম্বর ব্লকের বিডিও পিন্টু মোল্লাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। চার্জ হ্যান্ড ওভার এবং ব্যাঙ্কিং ট্রান্সফারের পর প্রধানের মৃত্যু হলে তা হলে নতুন করে করা যায়। কিন্তু তেমন কোনও ঘটনা না ঘটায় নতুন করে প্রধান করা যায় না অন্য কাউকেই।

হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী, কংগ্রেসের প্রার্থী মিনতি মান্ডি যেহেতু এসটি সম্প্রদায়ের তাই তাঁকে নাড়ুগ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান করতেই হবে এমনই নির্দেশ আদালতের। পাশাপাশি একজন প্রস্তাবক থাকতে হবে। যেহেতু নাড়ুগ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের প্রার্থী একজন। তাই সেক্ষেত্রে প্রস্তাবক কেউ আসেন না। তবে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তিনজন রয়েছেন। কিন্তু তাঁরাও অনুপস্থিত। স্বাভাবিক ভাবেই প্রস্তাবক না পাওয়ার কারণে প্রধান হওয়া সম্ভব নয়।

হাইকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে নাড়ুগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে মিনতি মান্ডিকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মঙ্গলবার একটা সভা ডাকা হয়। সেই সভায় উপস্থিত হন মিনতি মান্ডি। সেখানে তৃণমূলের পক্ষ থেকে ৯জন নির্বাচিত সদস্য এবং একজন কংগ্রেস সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বারবার কারও নাম প্রস্তাব দেওয়ার কথা বললেও কেউ কোনও প্রস্তাব না দেওয়ার কারণে মঙ্গলবারও প্রধান নির্বাচিত করা যায়নি। একথা জানান রায়না এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বামদেব মণ্ডল। অন্যদিকে নাম প্রস্তাব করা হলে প্রধান হতে রাজি আছেন বলে জানিয়েছেন মিনতি মান্ডি।

কাঁকসার বাঁশকোপা নাকা পোস্টের সূচনা আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পুলিশের কাজের সুবিধার জন্য কাঁকসার বাঁশকোপা নাকা পোস্টের শুভ সূচনা করলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী। কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজা সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে গড়ে তোলা হয়েছে নাকা পোস্ট।

মঙ্গলবার বিকেলে ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে বাঁশকোপা নাকা পোস্টের সূচনা করেন কমিশনার। পাশাপাশি এদিন পাঁচটি পুজো কমিটির হাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও পুলিশের নমন কর্মসূচির মাধ্যমে কাঁকসার বেশকিছু দুঃস্থ মানুষ ও প্রবীণদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার চৌধুরী, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের দু'জন ডিসিপি, ট্র্যাফিক পুলিশের ডিসিপি, কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসা থানার আইসি পার্থ ঘোষ সহ এলাকার বিশিষ্টজনরা।

এদিন পুলিশ কমিশনার জানান, একদিকে ঝাড়খণ্ড বর্ডার, অন্যদিকে বর্ধমানের পালসিট দু'টি জায়গায় নাকা চেকিং করা হলেও, তার মাঝে কোনও নাকা চেকিং ছিল না। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশের সুবিধার জন্য বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছেই নাকা চেকিংয়ের জন্য বাঁশকোপা নাকা পোস্ট গত কয়েক মাস আগে নির্মাণ করা হয়েছে। সেটাই আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করা হয়। আগামী দিনে এই নাকা চেকিং থেকে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কর্মীরা বিভিন্ন গাড়ির তল্লাশি চালাতে পারবেন। বীরভূম থেকে যে সমস্ত গাড়ি দুর্গাপুরের দিকে আসে কিংবা দুর্গাপুর থেকে বীরভূমের উদ্দেশ্যে যেসব গাড়ি যায়, তা তল্লাশি করতে এই নাকা চেকিংয়ে পুলিশ কর্মীদের অনেকটাই সুবিধা হবে।

হঠাৎ কোনও অপরাধীর খবর এলে বাঁশকোপা নাকা পোস্ট থেকে পুলিশ কর্মীরা ব্যারিকেড করে সেই গাড়ির ওপর নজর রাখতে পারবেন এবং গাড়িটিকে ধরতে পারবেন। ফলে এলাকায় অপরাধীদের প্রবেশ অনেকটাই আটকানো সম্ভব হবে বলে তাঁর দাবি। এছাড়াও কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে নাকা পোস্ট থেকে দ্রুত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারবে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার জন্য মেডিক্যালের ব্যবস্থাও রাখা থাকবে নাকা পোস্টে।

পুজোর আগে চলছে টানা নাড়ু তৈরির প্রস্তুতি সিউড়ির করিধ্যায় তোলা নিজস্ব চিত্র।

প্রকাশিত হল ড. শান্তনু দলাই সম্পাদিত 'কবি দিবসিংহ দেবকৃত পঞ্চামৃত সিন্ধু' গ্রন্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন, এগরা: প্রকাশিত হল ড.বিষ্ণুপদ পাণ্ডা প্রণীত ড. শান্তনু দলাই সম্পাদিত 'কবি দিব্যসিংহ দেবকৃত পঞ্চামৃত সিন্ধু'। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী এই গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন। এই গ্রন্থের গ্রন্থস্বত্ত্ব পেয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ এবং কলেজের উদ্যোগে প্রকাশিত হল এই গ্রন্থ। কলকাতার একুশ শতক প্রকাশনী গ্রন্থটি প্রকাশ করে। উপস্থিত ছিলেন এগরা সারদা শশীভূষণ কলেজের অধ্যক্ষ ড. দীপক কুমার তামিলি, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. বাণীরঞ্জন দে, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ও এগরা অন্বেষা গোষ্ঠীর সহ-সভাপতি ড. প্রণব কুমার পট্টনায়ক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মলয় বারিক এবং ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডার পরিবারের সদস্যরা।

সপ্তদশ শতকের ওডিশা কবি দিব্যসিংহ দেব 'পঞ্চামৃত সিন্ধু' পুঁথিটি রচনা করেন। বর্তমান এই পুঁথিটি ওডিশা স্টেট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। পুঁথিটির গ্রন্থরূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাণ্ডুলিপি আকারে প্রণয়ন করে গিয়েছেন প্রখ্যাত অধ্যাপক ড. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা। তিনি তাঁর জীবৎকালে পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থরূপে প্রকাশ করে যেতে পারেননি। এই অসম্পূর্ণ কাজটি ভূমিকা ও সম্পাদনা সহ গ্রন্থরূপে প্রকাশ করলেন এগরা সারদা শশীভূষণ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তনু দলাই।

গ্রন্থটির সম্পাদক ড. শান্তনু দলাই বলেন, 'এটি মধ্যযুগের ভক্তিসাহিত্যর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে যে পঞ্চরসের কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে আছে। গবেষক, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী যাঁরা

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে চর্চা করছেন, তাঁদের জন্য এই গ্রন্থটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি বাংলা ও ওডিশা ভাষার তুলনামূলক সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতকের এই কাব্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আমার বিশ্বাস।'

ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে তিনজনের যাবজ্জীবন সাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে তিনজনের যাবজ্জীবন সাজা হল। মঙ্গলবার বহরমপুর ফাস্ট এডিজে এজলাসের বিচারক মঞ্জুশ্রী মণ্ডল এই সাজা ঘোষণা করেন। পাঁচ বছর পর দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা হওয়ায় খুশি মৃতের পরিবার। যদিও নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাচ্ছে সাজাপ্রাপ্তরা।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালের ৩০ মে বিহার থেকে পরিবারের সঙ্গে বহরমপুরে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন এক তরুণী। বহরমপুরের খাগড়াঘাট স্টেশনে নামেন তাঁরা। রাতে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ছিলেন। রাত দেড়টা নাগাদ ওই তরুণী প্রকৃতিক ডাকে সাড়া দিয়ে নির্জন জায়গায় যান। সেই সময় তাঁকে তিনজন দুষ্কৃতী তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। শারীরিক নির্যাতনে সেখানেই অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়েন তরুণী। পরদিন সকালে তাঁকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। ২৫ দিন পরে নির্যাতিতার মৃত্যু হয়।

ঘটনায় বহরমপুর থানায় খুনের মামলা দায়ের করেন মৃতের পরিবার। ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কাস্টডিতে রেখেই ট্রায়াল শুরু হয়। অভিযুক্তদের নাম সাদেখ শেখ, জুলফিকর আলি ও রাহুল শেখ। ছ'জন চিকিৎসক সহ মোট ১৫ জনের জনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর সোমবার তাদের দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। আজ তিনজনের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করেন বিচারক।

সরকার পক্ষের আইনজীবী প্রশান্ত দত্ত জানান, তিনজনকেই যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছেন বিচারক। পাশাপাশি তাদের ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও এক বছরের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অভিযুক্তের আইনজীবী কাঞ্চনলাল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই রায় সঠিক হয়নি। রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আমরা উচ্চ আদালতে যাচ্ছি। আশা করি ন্যায় বিচার পাব।'

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় কাঁকসার ক্যানেলপার এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম প্রদীপ কুমার। বয়স ৩৫ বছর।

জানা গিয়েছে, দিল্লির বাসিন্দা প্রদীপ কুমার মানকরে রেলের একটি ঠিকা সংস্থায় কাজ করতেন। কর্মসূত্রে কাঁকসার ক্যানেলপারের একটি ভাড়া বাড়িতে একাই বসবাস করতেন। মঙ্গলবার সকালে কাঁকসার ক্যানেলপারের এক বাসিন্দা ওই ভাড়া বাড়িতে গিয়ে অনেক ডাকাডাকির পরেও সারা না পেয়ে অবশেষে এলাকার কয়েকজন পাঁচিলে ওঠে জানালা দিয়ে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে খবর দিলে, ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম হায়দার মল্লিক।

তিনি কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। কী কারণে মৃত্যু, তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। কাঁকসা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় এবং মৃতের পরিবারের সদস্যদের খবর দেয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ।

পুজোর আগে অসহায় পরিবারকে সাহায্য তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: ২০২২ সালের ২৬ জানুয়ারি দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মাধাইপুর খোলামুখ খনিতে কয়লা কাটতে গিয়ে কয়লার চাল চাপা পড়ে মৃত্যু হয় একই পরিবারের চারজনের। সেই সময় ঘটনাটি নিয়ে হইচই পড়েছিল এলাকায়। মৃত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। অসহায় পরিবারটির সদস্যদের বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে দল। মঙ্গলবার শাসকদলের পক্ষ থেকে ওই পরিবারের সদস্যদের পুজো উপলক্ষে নতুন বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয় তুলে দেওয়া হয় গোগলা অঞ্চল তৃণমূলের পক্ষ থেকে। এদিন দলের গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ ও তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামল বাগদি সহ দলের অন্যরা পরিবারটির বাড়ি গিয়ে তাঁদের হাতে নতুন বস্ত্র, রেশন সামগ্রী তুলে দেন। গৌতমবাবু জানান, পরিবারটির পাশে দল সব সময় রয়েছে, আগামী দিনেও থাকবে।

এর পাশাপাশি গোগলা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে চলতি মাসের ৯ তারিখ দলের ডাকে পশ্চিম বর্ধমান থেকে কলকাতায় গিয়েছিলেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। ফেরার পথে বাসে দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন তৃণমূল কর্মী রাজেশ কোঁড়া। দুর্ঘটনাগ্রস্ত তৃণমূল কর্মীর পাশে দাঁড়িয়েছে দল। আজ পর্যন্ত তাঁর সমস্ত রকম চিকিৎসার দায়িত্ব এবং পরিবারের জন্য খাদ্য সংস্থান করছে গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস। বগুলা

অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্দেশে, বগুলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস দলের কর্মীদের পাশে তো থাকছেই, এর পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের পাশে সবসময় রয়েছে। গৌতমবাবু জানান, দলের কর্মী রাজেশের পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য নতুন বস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়া হল এদিন। যতদিন পর্যন্ত না তাঁদের দলের কর্মী রাজেশ একেবারে সুস্থ হয়ে নিজের কাজ করতে সক্ষম হচ্ছেন, ততদিন তাঁর পরিবারের দায়িত্ব দলের।

পুজোয় শান্তি বজায় রাখতে নির্দেশিকা জারি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: আসন্ন দুর্গাপুজোয় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মেদিনীপুরের প্রদ্যোৎ স্মৃতি সদন মঞ্চে জেলার বিভিন্ন পুজো সংগঠনগুলিকে সরকারি সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার নির্দেশিকা সম্পর্কে জানান। তিনি সমস্ত পুজো সংগঠনগুলিকে মণ্ডপে নজরদারির জন্য সিসি ক্যামেরা লাগানোর অনুরোধ করেন। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপের প্রবেশ দ্বার এবং বাহিরের পথ পৃথক পৃথক করার নির্দেশ দেন। কোনও রকম সমস্যা হলে ১০০ এবং ১১২ নম্বর দু'টিতে ডায়াল করার আবেদন জানান। প্রয়োজনে তাঁর নিজের মোবাইল নাম্বারও যোগাযোগ করার জন্য জানান।

পুলিশ সুপার বলেন, প্রত্যেকটি পুজো সংগঠনকে পুলিশের পক্ষ থেকে পরিচয় পত্র দেওয়া হবে যা কার্নিভালের দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। পুজোর দিনগুলিতে মদ্যপ এবং ইভটিজারদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে তিনি কড়া পদক্ষেপ নেবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া, শিউলি সাহা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, জেলাশাসক, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।

অন্য দিকে, মেদিনীপুর পুরসভার উদ্যোগ নিয়ে বিদ্যাসাগর হলে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার, জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরী, বিধায়ক জুন মালিয়া, পুর প্রধান সৌমেন খান প্রমুখ। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পুরসভার দুঃস্থ মানুষদের হাতে কয়েকশো নতুন জামা কাপড় তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সুপার বলেন, 'বাঙালি এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার জন্য আমরা সারাবছর অপেক্ষা করে থাকি। পুজোর সময় সকলে ছুটি পেলেও পুলিশ ছুটি পায় না। আপনারা নির্ভয়ে ঠাকুর দেখুন, আনন্দ উপভোগ করুন আমরা আপনাদের পাহারায় রাস্তায় থাকব।'

বিবাহিত মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ, ব্যক্তির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিবাহিত মহিলার সঙ্গে এক ব্যক্তির বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে সেই যুবকেরই নিথর দেহ উদ্ধার হল ত্রিবেণী রেলগেট থেকে। মগরা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। গ্রেপ্তার গৃহবধূ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম বিশ্বজিৎ বিশ্বাস (৩৪)। বলাগড় থানার শেরপুর এলাকার বাসিন্দা তিনি। তাঁর সঙ্গে ত্রিবেণীর এক মহিলা পার্বতী বিশ্বাসের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে দাবি। বিশ্বজিৎ ওড়িশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। পুজোর জন্য দিনদুয়েক আগে বাড়িতে ফেরেন তিনি। বিশ্বজিতের পরিবার সূত্রে দাবি, সোমবার দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে বাড়ি থেকে বের হন। এরপর রাতে আর বাড়ি ফেরেননি।

মঙ্গলবার সকালে ত্রিবেণী রেলগেটের কাছে তাঁর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। মগরা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃতের গলায় ফাঁসের দাগ ছিল। মৃতের দাদা সমীর বিশ্বাসের অভিযোগ, বিশ্বজিৎকে খুন করা হয়েছে। তাঁর দাবি, 'ভাইকে বলেছিলাম পছন্দ হলে বিয়ে করে নিতে।' তাঁর অভিযোগ, মাস তিনেক পার্বতী তাঁদের বাড়িতে গিয়ে গণ্ডগোল করেন। মাকে মারধরের হুমকি দেন। শুধু তাই নয়, টাকার জন্য চাপ দিতে থাকেন বিশ্বজিৎকে।

এরপর তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলার স্বামী কাশ্মীরে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। পার্বতীর পরিবারের দাবি, ইদানীং নাকি তিনি পরকীয়ার সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। খুনের ঘটনায় গৃহবধূর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত বলে মনে করছে পুলিশ। কী কারণে খুন তাও খতিয়ে দেখছে মগরা থানার পুলিশ।

৮১ বছরে পদার্পণ পানাগড় মিত্র সংঘ ক্লাবের দুর্গাপুজোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফিতে কেটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে পুজোর শুভ সূচনা করেন আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইস্ট কুমার গৌতম, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি পার্থ ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

ক্লাবের সম্পাদক উত্তম কেস জানিয়েছেন, এ বছর প্রকৃতির ওপর থিম বানিয়ে তাঁরা দুর্গাপুজোর মণ্ডপ তৈরি করেছেন। প্রকৃতি মানুষের কতটা উপকার করে এবং প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে না রাখলে জীবকুল বাঁচবে না, সেই বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে তাঁদের মণ্ডপে। প্রতিবছর পুজো উপলক্ষে ক্লাবের ময়দানে বসে মেলা। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ পুজো দেখতে মণ্ডপে ভিড় জমায়। যার কারণে ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবক ছাড়াও কাঁকসা থানার পুলিশকর্মীরা

পুজো মণ্ডপের চারপাশে মোতায়েন থাকেন। এদিন পুজো উদ্বোধনের পাশাপাশি এলাকার প্রায় ৫০ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় পুজো কমিটির পক্ষ থেকে।

থিমের পুজোয় টেক্কা দেওয়ার লড়াই, তৃতীয়াতেই লম্বা লাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃতীয়ার দিনেই মালদার শহরাঞ্চলে উপচে পড়ল দুর্গা ঠাকুর দেখার ভিড়। ইংরেজবাজার শহরের বিভিন্ন বিগ বাজেটের মণ্ডপগুলিতে সন্ধে হলেই দেখা যাচ্ছে লম্বা লাইন।

পুজোতেও রয়েছে একে অন্যকে টেক্কা দেওয়ার লড়াই। ইংরেজবাজার জুড়েই দুর্গাপুজো প্যান্ডেলে থিমের ছড়াছড়ি। কোথাও তৈরি হয়েছে পাঠশালা, কোথাও মণ্ডপে শোভা পাচ্ছে পটচিত্র। কোথাও আবার আস্ত একখানা জমিদার বাড়ি যে ক'টা দিনের জন্য গজিয়ে উঠেছে।

ইংরেজবাজার শহরের বিবেকানন্দ সংঘ ও গ্রন্থাগার মণ্ডপে পাঠশালার থিম গড়ে দর্শনার্থীদের চমক দিয়েছে। এই পুজোর মণ্ডপে আসলে দেখা যাবে ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র এরকমই কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেন অংকের বই। এছাড়াও পুজো মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে কাঁটা, কম্পাস সহ গণিতের ইতিহাস ও তার বিবরণ। মৃৎশিল্পী চন্দন পণ্ডিত দুর্গা প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি পুরো এই গণিতের পাঠশালার থিম গড়ে তুলছেন।

পুজো কমিটির সদস্য সুজিত চক্রবর্তী জানিয়েছেন, গণিতের পাঠশালা কীভাবে আবিষ্কার হয়েছে এবং আগেকার আমলের আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, রামানুজের ইতিহাস তুলে

ধরা হচ্ছে পুজো মণ্ডপে। পুজো মণ্ডপের প্রবেশপথে রাখা হয়েছে ভারতের বিখ্যাত গণিতবিদদের নিয়ে ছোট ছোট ইতিহাসমূলক কথা। অনেক কচিকাঁচা স্কুলপড়ুয়া অংক দেখলেই ভয় পায়। কিন্তু কচিকাঁচারা পুজো মণ্ডপে আসলে গণিত বিষয় নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারবে, দেখতে পারবে।

অন্য দিকে ইংরেজবাজার শহরের অভিযান সংঘের এবারের পুজো মণ্ডপে আসলে দেখা যাবে শিল্প সৌন্দর্য। বর্তমান সময়ে মডার্ন টেকনোলজি এসেছে। একসময়ের কাঠের শিল্পের যে চাহিদা ছিল তা লুপ্ত হতে বসেছে। সেই শল্পকেই পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের সামনে থিম হিসাবে তুলে ধরছেন পুজো উদ্যোক্তারা।

ইংরেজবাজার শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম অভিযান সংঘের দুর্গাপুজো। এবারে এই পুজোর ৩৬তম বর্ষ। পুজো কমিটির সম্পাদক অর্ধেন্দু সাহা জানিয়েছেন, পূর্ব বর্ধমানের কাঠ খোদাই শিল্প মূলত এবারের তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান সময়ে নবীন প্রজন্ম কাঠ খোদাই শিল্পের সঙ্গে খুব বেশি পরিচিত নয়। সুতরাং সেই শিল্পকেই বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রেই অভিযান সংঘের এই কারুশিল্পের থিম। ইংরেজবাজার শহরের কৃষ্ণপল্লি কল্যাণ সংঘের এবারের পুজোর থিম পটচিত্র। যেখানেদুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, মনসা সহ বিভিন্ন দেবদেবীর ব্যাখ্যা পট চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে। এবারে কৃষ্ণপল্লি কল্যাণ সংঘের পুজোর ৫৬ তম বর্ষ। পুজোর বাজেট প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। মৃৎশিল্পী বিবেক দাস এই পটচিত্রের মাধ্যমেই মণ্ডপ সাজিয়ে তুলছেন এবং দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছেন।

কৃষ্ণপল্লী কল্যাণ সংঘের সম্পাদক শুভেন্দু পাণ্ডে জানিয়েছেন, পুজো উপলক্ষে চার দিনই বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রয়েছে। পুরনো দিনের এই পটশিল্পে এবার থাকছে পুজোর বিশেষ থিম। যা দর্শনার্থীদের আকর্ষণ বাড়াবে বলেও দাবি করেছেন পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা।

এবছর ইংরেজবাজার শহরের সিঙ্গাতলা এলাকায় তিতাস সংস্থা ও গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। এই পুজোর পঞ্চাশ তম বর্ষ উপলক্ষেই পুরোনো দিনের জমিদার বাড়ির থিম গড়ে তোলা হচ্ছে। পুজো মণ্ডপে আসলে দেখা যাবে ২০০ থেকে ৩০০ বছরের পুরনো আমলের জমিদার বাড়িরদৃশ্য। যেখানে জমিদার বাড়ির মতো বড় বড় দালান, পিলার তৈরি করা হয়েছে। পুজো মণ্ডপের ভেতরে দেখা যাবে পুরনো দিনের সেই হ্যাজাক, লণ্ঠন জ্বলছে। এবারে এই পুজোর বাজেট প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। ইংরেজবাজার শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম তিতা সংস্থা ও গ্রন্থাগারের দুর্গাপুজো।

পুজো কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ কর্মকার জানিয়েছেন, আগেকার দিনের জমিদার বাড়ির দরবারে যে ধরনের পরিবেশ থাকতো, তা এবার পুজা মন্ডপে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রতিমা দর্শনার্থীদের কাছে এবছর অন্যরকম একটি থিমের আয়োজন করা হয়েছে । চতুর্থীতে দুঃস্থ শিশুদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়ার কর্মসূচিও রাখা হয়েছে।

হিংসাদীর্ণ মণিপুরে ফের সংঘর্ষের আশঙ্কা

বাড়ল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের সময়সীমা

ইম্ফল, ১৭ অক্টোবর: ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে মণিপুরে মেতেই ও কুকি গোষ্ঠী সংঘর্ষে। হিংসাদীর্ণ উত্তর-পূর্বের রাজ্যটি থেকে মাঝে মধ্যেই প্রকাশ্যে আসছে নানা বিতর্কিত ভিডিও। যার ফলে ফের থেকেই জ্বলে উঠছে হিংসার আগুন। তাই নতুন করে সংঘর্ষ রুখতে আরও কয়েকদিন ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল মণিপুর প্রশাসন। এদিন এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে মণিপুর সরকারের পক্ষ থেকে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, মণিপুর পুলিশের ডিজিপি বিভিন্ন হিংসার ঘটনা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বাড়িতে হামলা, নিরাপত্তাবাহিনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ, থানা ঘেরাও এইরকম একাধিক বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ফলে নতুন কোনও সংঘর্ষ বা মৃত্যুর ঘটনা যাতে না ঘটে সেই কারণে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের সময়সীমা বাড়িয়ে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, 'ইন্টারনেট পরিষেবা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। মোবাইলের মেসেজ পরিষেবা, সোশাল মিডিয়া, ডঙ্গল পরিষেবার মাধ্যমে ভুয়ো খবর ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে সংঘর্ষ, প্রাণহানি, সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখ মণিপুরে ইন্টারনেট পরিষেবা সচল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। তার কয়েকদিন পরেই দুই পড়ুয়াকে অপহরণ করে খুনের ঘটনা ঘটে। যার ফের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটি। অক্টোবরের শুরুর দিকে আরও এক বিতর্কিত ভিডিও ভাইরাল হয়। ফের অশান্তি শুরু হয় রাজ্যজুড়ে। ইম্ফলে মন্ত্রী ইউমনাম খেমচাঁদের বাড়িতে গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। মন্ত্রীর বাড়িতে হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন বীরেন সিং। বন্ধ করে দেওয়া হয় নেট পরিষেবা। ফলে এবার যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আরও কয়েকদিন বন্ধ রাখা হবে ইন্টারনেট।

লড়াই জারি রাখবে এলজিবিটিকিউআইএ সম্প্রদায়

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর: সমকামী বিবাহের দাবিতে লড়াই জারি থাকবে। মঙ্গলবার, সুপ্রিম কোর্ট সমকামী বিবাহের আইনি স্বীকৃতির আবেদনের মামলার রায় দিয়েছে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার সংসদের উপরই ছেড়েছে শীর্ষ আদালত। আদালত জানিয়েছে, একমাত্র প্রণীত আইনই বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দিতে পারে। আদালত আইন প্রণয়ন করতে পারে না। সেই দায় সংসদের। সুপ্রিম কোর্ট থেকে সমকামী বিবাহের আইনি স্বীকৃতি আদায় করতে না পারলেও, তাদের প্রাপ্তির ভাঁড়ার একেবারে শূন্য নয় বলেই, মনে করছেন এলজিবিটিকিউআইএ সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন এই মামলার আবেদনকারীরা।

এদিন সুপ্রিম কোর্টের রায় জানার পর, মামলার অন্যতম আবেদনকারী তথা এলজিবিটিকিউআইএ অধিকার কর্মী হরিশ আইয়ার বলেছেন, 'শেষ পর্যন্ত রায় আমাদের পক্ষে না এলেও, শীর্ষ আদালত বেশ কিছু পর্যবেক্ষণ করেছে, যেগুলি আমাদের পক্ষে রয়েছে। সেই সঙ্গে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়েছে। কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল আমাদের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলেছেন। কাজেই নির্বাচিত সরকার, সাংসদ এবং বিধায়কদের কাছে গিয়ে আমাদের বোঝাতে হবে, দুটি মানুষ যতটা আলাদা, আমরা (অসমকামীদের থেকে) ততটাই আলাদা। যুদ্ধ জারি থাকছে। সময় লাগতে পারে, কিন্তু, সামাজিক সাম্য আমরা আদায় করেই ছাড়ব।'

আরও একজন আবেদনকারী তথা সমকামী অধিকার কর্মী অঞ্জলী গোপালন বলেছেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছি, করে যাব। দরকার বিষয়েও কিছুই করল না শীর্ষ আদালত। এই বিষয়ে প্রধান বিচারপতির খুব ভাল ভাল কথা বলেছেন। কিন্তু, অন্যান্য বিচারপতিরা তাঁর সঙ্গে সহমত হননি, এটা হতাশাজনক। গণতান্ত্রিক দেশে আমরা আমাদের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলোই দিতে অস্বীকার করছি।'

এই মামলার অন্যতম আবেদনকারী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া সংগঠনের সেক্রেটারি রঞ্জিতা সিনহা বলেছেন, 'রায়টা অনেকটা ট্রান্সজেন্ডারদের পক্ষে হলেও, আমাদের অনেক লড়াই বাকি। আমি নিজে একজন ট্রান্সজেন্ডার মহিলা হিসেবে গত ৩০ বছর ধরে লড়াই করছি। বলা হচ্ছে, আর পাঁচজন পুরুষ-নারীর বিয়েকেই বিয়ে বলে গন্য করা হবে। তবে, প্রতিটি রাজ্যে গরিমাগৃহ বা সমকামীদের জন্য সেফ হাউস তৈরির কথা বলা হয়েছে। আমি নিজে গত ২ বছর ধরে এই রাজ্যে গরীমাগৃহ চালাচ্ছি। কেন্দ্রের থেকে অর্থ সহায়তা পাইনি। আমার নিজের ২৫ লক্ষ টাকা ধার হয়ে গিয়েছে। পুলিশের অত্যাচারের বিষয়েও রায় আমাদের পক্ষেই এসেছে। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিন। এই আনন্দ আমরা উদযাপন করব অর্ধনারীশ্বর পুজোর মধ্য দিয়ে।'

আবেদনকারীদের পক্ষে আদালতে যুক্তি দিয়েছেন বিশিষ্ট ইনজীবী গীতা লুথরা। এদিনের রায়ের পর তিনি বলেছেন, 'বিবাহের অধিকার না দেওয়া হলেও, প্রধান বিচারপতি বলেছেন, অন্যান্য বিবাহিত দম্পতিরা যা যা অধিকার পান, সমকামী দম্পতিদেরও সেই সকল অধিকার পাওয়া উচিত।'

জিনপিংয়ের আমন্ত্রণে চিন পৌঁছলেন পুতিন

বেজিং, ১৭ অক্টোবর: দশ বছর পূর্ণ হয়েছে চিনের বিতর্কিত 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' প্রকল্পের। সেই উপলক্ষে বেজিংয়ে আয়োজন করা হয়েছে এক সম্মেলনের। আমন্ত্রিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা। সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে কমিউনিস্ট

আজ বৈঠক দুই রাষ্ট্রনেতার

দেশটিতে পা রাখলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এই সুযোগেই পশ্চিমের দেশগুলোর বিরুদ্ধে জোট গড়ার ক্ষেত্রে একজোট হতে পারে দুই দেশ বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা। তবে, এই গোটা ঘটনাবলি ভারতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

এএফপি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকাল ৯৩০টা নাগাদ চিনে পৌঁছন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। ক্রেমলিনের তরফে জানানো হয়েছে, আজ চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন পুতিন। মূলত, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সমস্যা নিয়ে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আলোচনা হবে। এর পর তাঁরা যোগ দেবেন বেল্ট অ্যান্ড রোড ফোরামে।

মুখে চিন যাই বলুক না কেন, বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প আসলে ফাঁদ বলেই মনে করেন অধিকাংশ বিশ্লেষক। পরিকাঠামো উন্নয়নের নামে ঋণের ফাঁদ পেতেছে কমিউনিস্ট দেশটি। ভারত বরাবর এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে এসেছে। কারণ, চিনা প্রকল্পের একটি অংশ গিয়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের উপর দিয়ে। ফলে বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত বেল্ট অ্যান্ড রোড সম্মেলনে নজর রাখবে নয়াদিল্লি।

অন্যদিকে, বিশ্লেষকদের মতে, এখন মধ্যপ্রাচ্যের হামাস বনাম ইজরায়লের লড়াইয়ে ব্যস্ত আমেরিকা। ইহুদি দেশটির পাশে দাঁড়িয়ে সামরিক সাহায্য করছে ওয়াশিংটন। আর এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চাইছে রাশিয়া। ফলে ইউক্রেনের সঙ্গে সংঘাতের আবহে পুতিনের চিনে যাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, যুদ্ধের ময়দানে মস্কোর উপর চাপ বাড়াচ্ছে হোয়াইট হাউস। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কিয়েভকে সাহায্য করছে ওয়াশিংটন। এই প্রেক্ষিতে আমেরিকা বিরোধী দেশগুলোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে চাইছেন পুতিন।

জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করলেন ওয়াহিদা-আলিয়া-কৃতী-আল্লু

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর: গত সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষণা করা হয়েছে চলচ্চিত্রে জাতীয় পুরস্কার প্রাপকদের নাম। মঙ্গলবার সেই পুরস্কার প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। নয়া দিল্লিতে সেই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। ৬৯ তম জাতীয় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের শুরুতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চলচ্চিত্র জগতের কলাকুশলীদের ধন্যবাদ জানান বিনোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য। করোনা পরিস্থিতিতেও যেভাবে তাঁরা কাজ করেছেন, তার জন্যও এদিন সাধুবাদ জানান অনুরাগ ঠাকুর। এদিন পুরস্কার গ্রহণ করতে দিল্লিতে বিজ্ঞান ভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন বলি অভিনেত্রী আলিয়া ভাট, কৃতী শ্যাননন, দক্ষিণের অভিনেতা আল্লু অর্জুন প্রমুখ। জাতীয় পুরস্কার গ্রহণ করতে গিয়ে এদিন আবেগে ভাসেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান। উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে এদিন অভিবাদন জানান প্রত্যেকে। এবার দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন ওয়াহিদা। তিনি বলেন, 'আমি খুবই খুশি। জীবনে এই মাইলস্টোন ছুঁতে পারার জন্য আমি সবার কাছে কৃতজ্ঞ।' সেরা অভিনেত্রী হিসেবে এদিন পুরস্কার গ্রহণ করেন আলিয়া ভাট ও কৃতী শ্যাননন। 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি'-র অভিনেত্রী পুরস্কার নিতে উঠলে, দেখা যায় সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করছেন তাঁর স্বামী তথা অভিনেতা রণবীর কাপুর।

লেবাননে গোলাবর্ষণ নেতানিয়াহুর সেনার

বেইরুট, ১৭ অক্টোবর: প্যালেস্তাইনের হামাসের পাশাপাশি এ বার ইজরায়েলের লক্ষ্য লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবুল্লা। সোমবার রাতভর তাদের উপর হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। লেবাননের ভূখণ্ডে হেজবুল্লাদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে গোলাগুলি। আকাশপথে এই হামলায় লেবাননে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এখনও স্পষ্ট নয়।

ইজরায়েল সেনার তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'লেবাননের ভূখণ্ডে জঙ্গি সংগঠন হেজবুল্লাকে লক্ষ্য করে ইজরায়েল সেনা হামলা চালাচ্ছে।' যুদ্ধের আবহে ইজরায়েল-লেবানন সীমান্ত এলাকা থেকে বাসিন্দাদের সরাতে শুরু করেছেন কর্তৃপক্ষ। অন্তত ২৮টি জায়গা থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইজরায়েল সরকারের এই পদক্ষেপ থেকে অনেকে মনে করছেন, লেবাননের ভূখণ্ডে হেজবুল্লাদের নিকেশ করার জন্য আরও বড় কোনও হামলার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইজরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই হেজবুল্লা জানিয়েছিল, তারা এই যুদ্ধে হামাসের পাশে আছে। প্রয়োজনে তারাও অস্ত্র হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে প্রস্তুত। ইজরায়েলের অভিযোগ, হেজবুল্লা গোষ্ঠীকে অস্ত্র, অর্থের জোগান দেয় ইরান। তারাও যুদ্ধে হামাসকে সমর্থন জানিয়েছে এবং প্যালেস্তিনীয় ভূখণ্ডে ইজরায়েলী আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছে। সোমবার ইরান হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়েছে, ওই এলাকায় তারাও বন্দুক হাতে প্রস্তুত আছে। ইজরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ না হলে হামলার অভিঘাত হবে তীব্র থেকে তীব্রতর।

অন্যদিকে, হামাসকে বিপাকে ফেলতে গাজায় স্থলপথে আক্রমণের কথা ঘোষণা করে দিয়েছে ইজরায়েল। যে কোনও মুহূর্তে তারা গাজা ভূখণ্ডে ঢুকে হামলা চালাতে পারে। তবে হামাসের মুখপাত্র সোমবার সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ইজরায়েলের যে কোনও হামলার জন্য তারা প্রস্তুত। তারা কোনও হুঁশিয়ারিতেই ভয় পাচ্ছে না।

গত শনিবার হামাস ইজরায়েলের ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায়। তার পরেই পাল্টা প্রত্যাঘাত করে ইজরায়েল। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আমেরিকা-সহ পশ্চিমি দেশগুলিকেও পাশে পেয়েছে ইজরায়েল। এমনকী, ভারত সরকারও এই যুদ্ধে তাদের পক্ষ নিয়েছে এবং হামাসের হামলার বিরোধিতা করেছে।

পশ্চিম এশিয়ায় প্রায় ১০ দিন ধরে চলা যুদ্ধে চার হাজারের বেশি মানুষ মারা গিয়েছে বলে খবর।

উত্তরপ্রদেশের সাবান তৈরির গোডাউনে বিস্ফোরণ, মৃত ৪

লখনউ, ১৭ অক্টোবর: উত্তরপ্রদেশের মিরুটের একটি সাবান তৈরির কারখানার গোডাউনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। মঙ্গলবার সকালে বিস্ফোরণটি ঘটে। এই ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত পাঁচজন। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ঘটনার বিষয়ে মিরুটের জেলাশাসক দীপক মিনা জানিয়েছেন, 'সাবান তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণটি ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। পাঁচ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। আহতরা এখন বিপদমুক্ত।' বিস্ফোরণের কারণ প্রসঙ্গে জেলাশাসক বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, যন্ত্রপাতিতে কোনও রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। তবে বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ খোঁজার চেষ্টা চলছে। এখনও পর্যন্ত মৃতদের পরিচয় জানা যায়নি। মনে করা হচ্ছে, তাঁরা এই কারখানার শ্রমিক ছিলেন। তবে যাঁরা মারা গিয়েছেন সকলে পুরুষ ও প্রত্যেকের বয়স ১৮-র উপরে।'

NOTICE INVITING TENDER
Online
Prodhan, Duttapukur-I Gram Panchayat under Barasat-I Development Block, North 24 Parganas, invites Tender against **N.I.T No.: DTK-I G.P/17/NIT/XVth CFC FUND (UNTIED)/2023-2024 (9 Nos.)**. Date of Publishing: **17.10.2023**. Start Date of Downloading Documents: **17.10.2023**. Last Date of Submission of Bid : **06.11.2023**. Details can be viewed in **www.wbtenders.go.in**
Sd/-
Prodhan
Duttapukur-I Gram Panchayat

NOTICE
E- Tender are invited for execution of different scheme under PMKSY WDC 2.0 of vide NIT reference No **NIT no 09/PMKSY-WDC 2.0/10-NRM (4th Phase) /2023-24 Dated 17/10/2023** in the district Purulia . For details please visit **https:// wb-tenders.gov.in** Last Date for submitting online bid 07/11/2023.
Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Raghunathpur-I Block,
& PIA, Utia & Senera Watershed,
Purulia

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি,
ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৭টি (সাত) ঢালাই রাস্তা ও ১টি সোলার সাবমারসিবল নির্মানের জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। যাহার নোটিশ নং যথাক্রমে **008/HGP/ 2023-24, 009/HGP/ 23-24** যার মোট টেন্ডার মূল ১৬,৬৯,৯৩৬/- ৪,৪৯,৯৭২/- আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য **https://wbtenders. gov.in** এবং অফিস নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করার জন্য।
স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

Office Of The Block Development Officer & Sabang Panchayat Samity
Sabang :: Paschim Medinipur
Tender Notice
On and behalf of Sabang Development Block, the undersigned invites e-tender for the works of the following NIT under mentioned schedule from bonafide and resourceful outside contractors. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Tender ID	Amount put to tender (Rs)	EMD Free (Rs)	Tender documents Rs.
2023_ZPHD_589402_1	330930.00	26619.00	1500.00
2023_ZPHD_589402_2	330930.00	26619.00	1500.00
2023_ZPHD_589402_3	330930.00	26619.00	1500.00
2023_ZPHD_589402_4	330930.00	26619.00	1500.00
2023_ZPHD_589402_5	330930.00	26619.00	1500.00
2023_ZPHD_589402_6	330930.00	26619.00	1500.00
2023_ZPHD_589568_1	1347354.00	26947.00	1500.00
2023_ZPHD_589576_1	101559.00	8031.00	600.00
2023_ZPHD_589673_1	3157235.00	63145.00	6000.00
2023_ZPHD_589699_1	2358504.00	47170.00	3000.00
2023_ZPHD_592470_1	150811.00	3016.00	200.00
2023_ZPHD_592470_2	150624.00	3012.00	200.00
2023_ZPHD_592470_3	149788.00	2996.00	200.00
2023_ZPHD_592470_4	148792.00	2976.00	200.00
2023_ZPHD_592470_5	148567.00	2971.00	200.00
2023_ZPHD_592470_6	152897.00	3058.00	200.00
2023_ZPHD_592470_7	150560.00	3011.00	200.00
2023_ZPHD_592470_8	150710.00	3014.00	200.00
2023_ZPHD_594982_1	199981.00	4000.00	300.00
2023_ZPHD_594982_2	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_594982_3	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_594982_4	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_594982_5	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_594982_6	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_594982_7	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_594982_8	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_ 595457_1	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_595457_2	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_595457_3	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_595457_4	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_595457_5	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_595457_6	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_595457_7	249999.00	5000.00	400.00
2023_ZPHD_595457_8	249999.00	5000.00	400.00

Sd/- Executive Officer,
Sabang Panchayat Samity

The West Bengal State Co-operative Marketing Federation Ltd.
Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road, Kolkata - 700107
NOTICE
Sealed tenders (Note Pad) & quotations (Calender-2024) are invited vide No. 213 & 214. For details see the website : **www.benfed.org** &/or Notice Board at HO of BENFED.
Sd/-
General Manager (Admin.)

PRESS NOTICE
E- Tender are invited for execution 35 nos. different scheme under PMKSY WDC 2.0 at Punch Block Vide NIT **05/PMKSY-WDC 2.0/08/ puncha-NRM/2023-24 in the district Purulia** . For details please visit **https://wbtenders.gov.in** Last Date for submitting online bid 07/11/2023. (05-:00 pm)
Sd/-
Assistant Director of Agriculture
Raghunathpur-I Block,
& PIA, Utia & Senera Watershed,
Purulia

TENDER
Reputed agencies (Rosourceful Consultants & construction Firms) are hereby invited to quote the rate of Planning, Designing, Procuremnent and Construction of G+4 storeyed residential building at Premises No. 1100298, Plot No. 94 in Block No. DB in Street No. 0298 in AA-I in the New town, South 24 Pgs. for CHILEKOTHA CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD. Interested and equipped firms may apply with their credentials within 7 days from the date of publication at : **bbanerjee030111@gmail. com.**

NOTICE INVITING TENDER
Undersigned **NIeT No.: 43/EO Kh-II/2023-24, Date: 10.10. 2023** for 02 nos. Light under Khanakul-II PS area. Last Date of Closing bids ends on **02.11.2023 at 11.00 AM & NIeT No.: 44/BDO Kh-II/2023-24, Date: 13.10.2023** for 04 nos. different Development works under Khanakul-II Block area. Last Date of Closing bids ends on **01.11.2023 at 06.00 PM and NIeT No.: 45/EO Kh-II/ 2023-24, Date: 17.10.2023** for 03 nos. Submersible Pump under Khanakul-II PS area. Last Date of Closing bids ends on **06.11.2023 at 11.00 AM.** For detail visit **wbtenders.gov.in**
Sd/-
EO/BDO
Khanakul-II Panchayat
Samity, Hooghly

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT QUOTATION NOTICE
e-Quotation are invited by the Chairman Nabadwip Municipality. Quotation Titel:**04e/OM/2023-24.** Tender ID: **2023_MAD_595441_1.** Last Date of dropping quotation **08/11/2023 Up to 5:00 P.M.** **N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- Chairman
Nabadwip Municipality

TENDER NOTICE
Percentage rate e-Tenders are being invited vide **N.I.T. No.- 04/HGP/15th. F.C./2023-24, Dt.- 16/10/2023, 05/ HGP/15th. F.C./2023-24, Dt.-16/ 10/ 2023, 06/HGP/15th. F.C./2023-24, Dt.- 16/10/2023, 07/HGP/ Supply/ 15th. F.C./2023-24, Dt.-16/10/2023** by the Prodhan, Herampur Gram Panchayat under Raninagar-I Development Block. Last date of submission of e-Bid is **28/10/2023 up to 18:00 hours.** Interested bidders may visit **htpp://wbtenders.gov.in** or Office notice board
Sd/- Prodhan,
Herampur Gram Panchayat
Raninagar-I, Murshidabad

OFFICE OF THE
KHARGRAM GRAM PANCHAYET
(Under Khargram Panchayet Samity)
Vill+P.O+P.S. -Khargram,
Dist- Murshidabad, (W.B.)
TENDER NOTICE
Sealed Tender hereby invited vide NIT No. 04 (niet) /KGP/2023(1st) and 05 (niet) /KGP/2023(1st) dated- 11/10/2023 by the Prodhan, Khargram Gram Panchayat, Khargram Block, Murshidabad for Schemes under 15th CFC Last Date of submission & sale of Tender Paper from **17/10/2023 up to 04/11/2023 up to 18hrs.** Interested bidders may kindly visit GP notice board for details notice.
Pradhan
Khargram Gram Panchayat

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e tender vide memo no. WBMAD/CM/PWD/NIT-13/23-24 & Tender Id-2023_MAD_592321_1,For supplying of 15 nos. of two wheeled trailers. For further information please visit **www.wbtenders.gov.in**

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e tender vide memo no. WBMAD/CM/ UHWC/ PWD/NIT-15/23-24 & Tender id 2023_MAD_ 594162_ 1 for renovation of urban health and wellness Centre. For further information please visit **www. wbtenders.gov.in**

Office of the BURUL GRAM PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no:
1) BGP/TEN/15th /UnTied 12/23-24 Dated: 17.10.2023
2) BGP/TEN/15th /UnTied 15/23-24 Dated: 17.10.2023
3) BGP/TEN/15th /UnTied 16/23-24 Dated: 17.10.2023
at different place within at **BURUL GRAM PANCHAYAT** under Budge Budge-II Block, South 24 Pgs WB. **Last date for the online receipt of Tender is: 07.11.2023 at 13:00. And open on 10.11.2023 at 10:00**. Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Burul Gram Panchayat
Burul, P.S- Nodakhali, 24 Pgs.(South)

DAINHAT MUNICIPALITY
PO:- DAINHAT, DIST:- PURBABURDWAN
For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT 23 D.M/ENGG Date-13/10/2023 ID NO-2023_MAD_ 592224_1,
E-NIT 24 D.M/ENGG Date-13/10/2023 ID NO-2023_MAD_ 592319_1,
E-NIT 25 D.M/ENGG Date-16/10/2023 ID NO-2023_MAD_ 593679_1,
E-NIT 26 D.M/ENGG Date-16/10/2023 ID NO-2023_MAD_ 593803_1,
E-NIT 27 D.M/ENGG Date-16/10/2023 ID NO-2023_MAD_ 593886_1,
E-NIT 25 D.M/ENGG Date-16/10/2023 ID NO-2023_MAD_ 593986_1,
For Details Visit: **http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in**
Office ph no **7478003845.**
Sd/- Chairman,
Dainhat Municipality

GANGASAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill & Post. : Gangasagar, P.S.: Gangasagar Coastal, Dist.: 24 pgs (S)
ABRIDGE NIT
On behalf of Gangasagar Gram Panchayat of Sagar Block under S 24 Pgs dist. invites bids for BP- Road & 5 nos. concrete road (NIT no.-06, sl 1-6) within the GP area. The Estimated Cost of each scheme excluding GST & L. Cess are Rs.216400.37, Rs. 293098.11, Rs. 292108.81, Rs. 291929.46, Rs. 293450.85, Rs. 291325.17 respectively. The last bid submission date is **07.11.2023 till 2:00 pm.** Visit to our GP Office for details.
Sd/- Pradhan
Gangasagar Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRODHAN
DANGAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ PANCHAYAT SAMITY RAMPUR, HASANPURI, MURSHIDABAD, PIN-742302, e-mail: dangapara.gp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System (under Following Tender (NIeT) **No: 02/DGP/2023- 24, Dated: 09-10-2023.** The last date for online submission of tender is **31-10-2023 (Tuesday) up to 09:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Nasima Khatun
(Prodhan, Dangapara G.P.)

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচএমসি নিম্নোক্ত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, সাম্প্রতিকতম আদায়দত্ত জিএসটি, ট্রেড লাইসেন্স, পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং ইএসআই, ইপিএফ এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১	বিভিন্ন কাজের জন্য এইচএমসি অধীনে ৬ সুপারভাইজার, ১২ অদক্ষ শ্রমিক এবং ১০ গাড়িচালক সরবরাহ	No-1154/Cons./23-24 তারিখ : ১৭.১০.২০২৩
২.	এইচএমসি অধীনে ৪টি এলইডি রঙিন ডিসপ্লে বোর্ডসরবরাহ, সংস্থাপন এবং বাহির অংশের ফিটিং।	No-1155/Cons./23-24 তারিখ : ১৭.১০.২০২৩

টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইন) ১০.১১.২০২৩ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে দেখুন https://wbtenders.gov.in
১৭৬(৩)/২৩-২৪
১৭.১০.২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক ই-টেন্ডার নোটিশ

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১	বেলগাছিয়া ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড প্রধান নিকাশি ভেঙে পড়ার কারণে ওয়ার্ড নং ৭, ৮ এবং ৯(অংশ) প্রভাবিত জল জমা প্রতিরোধের জন্য পাম্পের মাধ্যমে জল অপসারণ	WB-HMC/TN/ED/ S&D/20/2023-2024 তারিখ : ১১.১০.২০২৩
২.	এইচডিপিই পাইপ লাইন সংস্থাপন। সিউয়ার লাইনের পলি উত্তোলন এবং পাম্প সেটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ সাদুয়া পাড়া এবং নোনাপাড়া পাম্প হাউসের সঙ্গে ওয়ার্ড ৯এর অধীন।	
৩.	ভেঙে পড়া প্রধান নিকাশির পাশে বেলগাছিয়া ডাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে পুর বর্জ্য অপসারণ।	

ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ই.ই. (এস অ্যান্ড ডি) এর বিভাগ/www.wbtender.gov.in। টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ০৪.১১.২০২৩ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১৬৯(৩)/২৩-২৪
১৩.১০.২৩
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

NIT No.-07/2023-2024 of A.E.P.W.D. / B.S.D.II.
Notice is Invited by A.E.P.W.D. / B.S.D.II. for different works under Berhampore Sub- Division No.II (PWD). The last date & time of Application **01.11.2023 up to 2.00 P.M** and last date & time of dropping tender **03.11.2023 up to 3.00 P.M.** All other details may be seen in the Noticed Board and in this office on all working days within office hours.
Sd/-
Assistant Engineer (P.W.D),
Berhampore Sub-Division No. II.

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700 028
"DUM DUM MUNICIPALITY HAS PUBLISHED 1 tender in the Govt website : "wbtenders.gov.in." related to Digital Survey for General Valuation (Revisional Assessment) of Lands & Buildings under Dum Dum Municipality - 2nd Call. Approx No of Holdings - 55000 vide memo no 827/DDM/GEN/23-24 Dtd 13.10.2023, Last Date for Dropping Bids - 02.11.2023, technical bid opening dates - 04.11.2023.
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

Office of the
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi: Murshidabad
NIT NO-21/EN/SPS/2023-2024, Memo No-727/1(60)/EN/SPS, Date -13/10/2023
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - **16/10/2023 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: From- **16/10/2023 18:00 hours To-23/10/2023 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: From- **16/10/2023 18:00 hours. To-23/10/2023 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **26/10/2023.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Office of the
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi: Murshidabad
NIT No-20/EN/SPS/2023-2024, Memo No-726/1(60)/EN/SPS, Date -13/10/2023
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - **16/10/2023 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: From- **16/10/2023 18:00 hours To-23/10/2023 14:00 hours**. Period and time of submission Bids: **From- 16/10/2023 18:00 hours**. **To-23/10/2023 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **26/10/2023.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Office of the
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi: Murshidabad
NIT NO-19/EN/SPS/2023-2024, Memo No-725/1(60)/EN/SPS, Date -13/10/2023
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing - **16/10/2023 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: **From- 16/10/2023 18:00 hours To-23/10/2023 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: **From- 16/10/2023 18:00 hours. To-23/10/2023 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: 26/10/2023. For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Block
Development Officer
Sagardighi: Murshidabad
NIT No-12/SB/EN/2023-2024, Memo No-2284/1(60)/EN/SB, Date-16/10/2023
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing-17/10/2023 From 11:55 houre on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: From- **17/10/2023 11:55 hours To -02/11/2023 14:00 hours.** Period and time of submission Bids: **From- 17/10/2023 11:55 hours. To -02/11/2023 14:00 hours,** Date for opening Technical Bid/Bids: **04/11/2023.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Block Development Officer
Sagardighi Development Block Sagardighi, Murshidabad

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/007(e)/2023-24(3rd Call) dt 17.10.2023
1.Sinking of 300mm x 200 mm dia deep tube well including Inter Connection between Water main pipe and Newly sunk deep tube Well at C.A. Ground in Ward no- 14
Bid Submission Closing Date - **02.11.2023.**
e-Tender No. : UKM/025(e)/2023-24 dt.17.10.2023
1.Constructions of Covered drain at Amarnath Road in ward no-14. **2.**Construction of Drain at Hiren Nag Sarani offshoot near the H/O Gobinda Dey and Netai Adhakari in ward no 06. **3.**Construction of Concrete road with Drain at B.M. Saha Road offshoot near the H/O Munna Banerjee in ward no-03.
Bid Submission Closing Date - **04.11.2023.**
e-Tender No. : UKM/026(e)/2023-24 dt.17.10.2023
1.Repairing and replacement of manhole & precast slab at different location (ward no-01 to ward-23) under uttarpara-kotrung municipality.
Bid Submission Closing Date - **04.11.2023.**
For Details : - **wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের প্রস্তুতিতে ছুটিও নেননি দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুনের মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে ভারত। টানা তিন ম্যাচ জিতে চনমনে মেজাজে আছে রাহুল দ্রাবিড়ের দল। সাকিব আল হাসানদের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে গত রোববারই পুনেতে পৌঁছেছে ভারত ক্রিকেট দল।

বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা গ্রহণ করে রোহিত শর্মা,বিরাট কোহলিরা সরাসরি টিম হোটেলে যান। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'হিন্দুস্তান টাইমস' জানিয়েছে, গতকাল ভারত ক্রিকেট দলের কোনো অনুশীলন সেশন ছিল না। আজ সন্ধ্যায় নেট অনুশীলন করবেন কোহলিরা। পাকিস্তানের বিপক্ষে রোববার নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচে দোর্দণ্ডপ্রতাপে জেতায় গতকাল অনুশীলন থেকে ছুটি পায় রোহিতের দল। দুর্দান্ত খেলেই এ ছুটি অর্জন করে নিয়েছে তারা। পাকিস্তানকে ১৯১ রানে অলআউট করে ভারত জিতেছে ৭ উইকেটে। সে যা,ই হোক, দলের খেলোয়াড়েরা ছুটির আমেজে থাকলেও প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় অন্য ধাতে গড়া মানুষ। শিষ্যরা ছুটি কাটালেও বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচকে সম্ভবত বেশ গুরুত্ব দিয়েই দেখছেন রাহুল দ্রাবিড়। তাই নিজে আর ছুটি নেননি।

ছুটি না কাটিয়ে দ্রাবিড় সোজা চলে যান মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে। পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে যেমন নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের উইকেট খুব ভালোভাবে পরখ করে দেখেছিলেন, বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচেও একই কাজ করেছেন ভারতের এই কোচ। মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামের উইকেট বেশ সময় নিয়ে দেখেছেন। কিউরেটর ও মাঠকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন পিচের আচরণ নিয়ে। দ্রাবিড়ের উইকেট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার বিষয়টিকে আরেকটু গভীরভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। বিশ্বকাপে পুনেতে এটাই প্রথম ম্যাচ। এ মাঠের উইকেট কেমন আচরণ করবে, সেটি এখনো অজানা। দ্রাবিড় তাই খেলোয়াড়দের ছুটির দিনে উইকেট দেখে যতটা সম্ভব ধারণা নিয়ে এসেছেন।

মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে ওয়ানডেতে এ পর্যন্ত ১৪ ইনিংসে ৮ বার ব্যাটিং করা দল ৩০০ রানের দেখা পেয়েছে। ২০২১ সালে এ মাঠে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ ওয়ানডেতে মুখোমুখি হয়েছিল ইংল্যান্ড ও ভারত। দুই দলই ৩০০ রান টপকে গিয়েছিল। ভারতের ৩২৯ রান তাড়া করতে নেমে ৭ রানে হেরেছিল ইংল্যান্ড।

আউট দেওয়ায় আম্পায়ারের ওপর ক্ষোভ, ওয়ার্নারের শাস্তি দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ তার একপেশে ধারা ধরে রেখেছে। এখন পর্যন্ত হওয়া ১৪ ম্যাচের কোনোটিই জমেনি। গতকাল অস্ট্রেলিয়া-শ্রীলঙ্কা ম্যাচও ব্যতিক্রম ছিল না। লক্ষ্ণৌতে লঙ্কানদের দেওয়া ২১০ রানের লক্ষ্য ৫ উইকেট আর ৮৮ বল বাকি রেখে টপকে গেছে অস্ট্রেলিয়ানরা।

এবারের বিশ্বকাপে পাওয়া প্রথম জয়ে পয়েন্ট তালিকার তলানি থেকে আটে উঠে এসেছে প্যাট কামিন্সের দল। তবে নানা ঘটনার কারণে ম্যাচটি নিয়ে এখনো চর্চা চলছে। বিশেষ করে আম্পায়ারের প্রতি ডেভিড ওয়ার্নারের আচরণ নিয়ে বেশ সমালোচনা হচ্ছে।

লক্ষ্ণৌতে কাল ম্যাচ চলাকালীন বৃষ্টি, ধূলিঝড়, প্রবল বাতাসে গ্যালারিতে থাকা ব্যানারের ধাতব ফ্রেম খুলে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। হঠাৎ বৃষ্টি চলে আসায় মাঠকর্মীদের তাড়াহুড়ো করে কাভার নিয়ে আসতে হয়েছে। সেটা দেখে ওয়ার্নার একটি কাভার আনতে সহায়তা করে মাঠকর্মীদের মন জিতেছেন।

কিন্তু নিজে আউট হওয়ার পর আম্পায়ার জোয়েল উইলসনের সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছেন, তাতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার বেশ সমালোচিতই হচ্ছেন। এমন আচরণের জন্য নিউজিল্যান্ডের সাবেক ফাস্ট বোলার ও বিশ্বকাপে ধারাভাষ্যকারের দায়িত্বে থাকা সাইমন ডুল ওয়ার্নারের শাস্তি দাবি করেছেন।

শনিবার ভারতের বিপক্ষে দারুণ শুরুর পর পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপ যেভাবে ধসে পড়েছে, কাল শ্রীলঙ্কারও একই দশা হয়েছে। একপর্যায়ে ১ উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান তুলে ফেলা লঙ্কানরা শেষ ৯ উইকেট হারিয়েছে মাত্র ৫২ রানে।

লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইনিংসের চতুর্থ ওভারে দিলশান মাদুশঙ্কার প্রথম বলে এলবিডব্লু হন ওয়ার্নার। গুড লেংথে করা মাদুশঙ্কার বলটি ওয়ার্নারের সামনের প্যাডে আঘাত করে। পরাস্ত হওয়ার আগে ৩৬ বছর বয়সী ওপেনার এক পায়ে ভর দিয়ে একটু লাফিয়ে ওঠেন। লঙ্কানরা এলবিডব্লুর আবেদন জানালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আম্পায়ার জোয়েল উইলসন আউট দেন।

তবে ওয়ার্নারের মনে হয়েছে, বলটি লেগ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তাই তিনি রিভিউ নেন। রিভিউয়ে পিচিং ও ইমপ্যাক্ট লাইনে থাকলেও উইকেট হিটিংয়ের ক্ষেত্রে আম্পায়ার্স কল আসে। টিভি রিপ্লেতে দেখা যায়, বলটি হালকাভাবে লেগ স্টাম্প ছুঁয়ে যেত। মানে, আম্পায়ার উইলসন তর্জনী না তুললে ওয়ার্নার আউট হতেন না। উইলসন আউট দেওয়াতেই ৬ বলে ১১ রান করে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। মূলত এ কারণেই রেগে যান ওয়ার্নার। আউট দেওয়ার প্রতিবাদে নিজের ব্যাট দিয়ে প্যাডে সজোরে আঘাত করেন। মাঠ ছাড়ার আগে আম্পায়ার উইলসনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কিছু একটা বলেছেনও।

আউট হওয়ার পর মেজাজ হারিয়ে আম্পায়ারকে আজেবাজে কথা বলায় ওয়ার্নারের শাস্তি দাবি করেছেন ডুল। ক্রিকবাজকে বলেছেন, 'ডেভিড ওয়ার্নার ওর কিছু ম্যাচ ফি হারাবে। যদি এটা না হয়, বুঝতে হবে কোনো ভুল হয়েছে। সে জোয়েল উইলসনের দিকে যেভাবে ফিরে তাকাল এবং আজেবাজে কথা বলল, তাতে কিছু জরিমানা তো হওয়াই উচিত। এ ধরনের আচরণ আমার খুব বিরক্তিকর লাগে।'

শ্রীলঙ্কার সাদিরা সামাবিক্রমাও কাল একইভাবে আউট হয়েছেন। তখন আবার ওয়ার্নার ঠিকই উদ্‌যাপন করেছেন। ওয়ার্নারের এমন দ্বিচারী মানসিকতায় ক্ষুব্ধ ডুল, 'বলটা স্টাম্পে একটু হলেও লাগত বলেই আউট দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে ডেভিড ওয়ার্নার যখন ফিল্ডিং করবে এবং বলটা একটুখানি স্টাম্পে লেগে বেল পড়বে, তখন কি সে ব্যাটারের কাছে গিয়ে বলবে, তুঃখিত, বলটা আলতোভাবে স্টাম্পে লেগেছে। তুমি আউট হওনি। ফিরে এসো?দ'

ডুল আরও বলেছেন, 'স্টাম্পে লেগেছে মানে আউট। এটা নিয়ে আম্পায়ারকে বাজে কথা বলো না। যখন আমি (টিভিতে) সরাসরি দেখেছি, আমারও মনে হয়েছে, আম্পায়ারের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিন। কারণ, আম্পায়ারকে প্রকৃত সময়ে ও এক দেখাতেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি (আম্পায়ার উইলসন) সঠিক প্রমাণিত হয়েছেন।'

বাংলাদেশ,ভারত ম্যাচের ভেন্যুতে কোহলির রেকর্ড কেমন

নিজস্ব প্রতিনিধি: পুনের মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এ ম্যাচে সাকিব আল হাসানদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারেন বিরাট কোহলি।

সেটি বিশ্বকাপে ভারতের সর্বশেষ তিন ম্যাচে দুটি ফিফটি মেরে কোহলির আরও বড় কিছু করার ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য নয়। মহারাষ্ট্র ক্রিকেট স্টেডিয়ামে কোহলির অতীত রেকর্ডও ঈর্ষণীয়। আর এই রেকর্ডই বলছে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার ম্যাচে পার্থক্য হয়ে দাঁড়াতে পারেন ওয়ানডেতে ৪৭টি সেঞ্চুরির এই মালিক।

ক্রিকেটের তিন সংস্করণ মিলিয়ে এই মাঠে কোহলির রানসংখ্যাই সর্বোচ্চ। ১১ ম্যাচে ১২ ইনিংসে ৬৯.২৭ গড়ে ৭৬২ রান করেছেন। ৩টি সেঞ্চুরির দুটিই ওয়ানডেতে আর এই সংস্করণেও মহারাষ্ট্র ক্রিকেট স্টেডিয়ামে কোহলির রানসংখ্যা সর্বোচ্চ;৭ ম্যাচে ৪৪৮ রান। ৬৪ গড় ও ৯১.৯৯ স্ট্রাইক রেটে ৪৮৭ বল খেলেছেন কোহলি।

এই মাঠে ওয়ানডেতে তাঁর চেয়ে বেশি বল আর কেউ খেলতে পারেননি। যেহেতু ম্যাচ বাংলাদেশের বিপক্ষে তাই জানিয়ে রাখা ভালো, ২০১২ স্থাপিত হওয়া এই স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেনি। বৃহস্পতিবারই প্রথমবারের মতো এ মাঠে খেলবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের বিপক্ষেই বিশ্বকাপ অভিষেক কোহলি। ২০১১ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের বিপক্ষে ৮৩ বলে ১০০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা নিশ্চয়ই এ তথ্য জানেন এবং কোহলিকে থামানোর সব রকম 'হোমওয়ার্ক'ই নিশ্চয়ই করা হচ্ছে! এমনিতে মহারাষ্ট্র স্টেডিয়ামের উইকেট ব্যাটিং,বান্ধব। তবে পেসাররাও সুবিধা পেয়ে থাকেন এ মাঠে।

ওয়ানডেতে এই মাঠে ৭ ইনিংস ব্যাট করে ৪ বার পেসার এবং ৩ বার স্পিনারদের উইকেট দিয়েছেন কোহলি। আর সব সংস্করণ মিলিয়ে ১০ ইনিংসে পেসারদের মুখোমুখি হয়ে ৩৮৯ রান তোলার পাশাপাশি ৬ বার আউট হয়েছেন। ব্যাটিং গড় ৫৫.৫৭। আর স্পিনারদের বিপক্ষে ১১ ইনিংসে ব্যাট করে ৪ বার আউট হওয়ার পাশাপাশি ৩৭৩ রান তুলেছেন কোহলি।

তবে আইপিএলে তাকালে একটি ব্যাপার ভেবে স্বস্তি পেতেই পারে বাংলাদেশ। আইপিএলে এক ভেন্যুতে কমপক্ষে ৫ ইনিংস খেলেছেন, এমন ভেন্যুগুলোর মধ্যে পুনেতে কোহলির স্ট্রাইক রেট সবচেয়ে কম (১১০.৮০)। গড়াটাও ঠিক কোহলিসুলভ নয়;৩০.৬৭।

'এই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন', বলছেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার মতো দল প্রথম তিন ম্যাচের মাত্র একটিতে জিতেছে। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডও তিন ম্যাচের দুটিতেই হেরেছে। শ্রীলঙ্কা তো তিন ম্যাচ খেলে এখন পর্যন্ত জয়ের মুখ দেখে ইনি। সেদিক বিবেচনায় পাকিস্তানের শুরুটা ভালোই বলতে হবে, প্রথম তিন ম্যাচের দুটিতে জিতেছে তারা। কিন্তু ভারতের বিপক্ষে ওই একটি হারের পরই পাকিস্তান ও পাকিস্তানের বাইরে থেকে শুরু হয়ে গেছে বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানদের সমালোচনা। সেই সমালোচনায় এবার যোগ দিয়েছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীও।

বাবর-রিজওয়ানদের ব্যাটিং আর মানসিকতা নিয়ে সৌরভ সমালোচনা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন, এই বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ঘুরে দাঁড়ানোটা কঠিন হবে। তিন ম্যাচের দুটি জিতে পাকিস্তান এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার চতুর্থ স্থানে থাকলেও সৌরভ কেন এমন কথা বলছেন? এর কারণ একটাই;ভারতের বিপক্ষে ভালো শুরুর পরও পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইনআপ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়াটা ভালো লাগেনি সৌরভের।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হওয়া ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে একটা সময় পাকিস্তানের রান ছিল ২ উইকেটে ১৫৫। ৩৬ রানে শেষ ৮ উইকেট হারিয়ে সেখান থেকে পাকিস্তান অলআউট হয়ে যায় ১৯১ রানে। এমন ধসের পর ম্যাচটি তারা হেরেছে ৭ উইকেটে।

ভারতের মাটিতে মানসিক চাপের কারণেই পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা এভাবে ভেঙে পড়েছেন বলে মনে করেন সৌরভ। তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনে পাকিস্তান দলকে এভাবে কখনো চাপের মুখে ভেঙে পড়তে দেখেননি বলেও মন্তব্য করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক প্রধান। তিনি বলেছেন, 'আমাদের সময়ে পাকিস্তান ভিন্ন এক দল ছিল।

ফুটবলের প্রথম ডিভিশনে পৌঁছল অ্যাডামাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যালকাটা ফুটবল লিগ ২০২৩-এর সেকেন্ড ডিভিশনের প্রতিযোগিতায় জয়ী হল অ্যাডামাস এসএ। টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে এই জয় লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দল। আর এই ফলাফলে তারা কেবল সেকেন্ড ডিভিশন জয়ের খেতাবই পায়নি বরং পরবর্তী মরশুমে ফার্স্ট ডিভিশনেও নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে।

৩০ পয়েন্ট পেয়ে জয়ী হওয়া অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দলের দক্ষতা, একাগ্রতা ও দলের প্রতি নিষ্ঠা ছিল চোখের পড়ার মতো। এই প্রতিযোগিতায় সেরা পারফরম্যান্স দিয়ে নজর কাড়েন স্বর্ণদীপ সাংমা। মোট ১২ গোল করে সেকেন্ড ডিভিশনে সর্বোচ্চ স্কোরের শিরোপা পান তিনি।

গুনাতিলকার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলল শ্রীলঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্রিকেটে ফিরতে আর বাধা রইল না দানুশকা গুনাতিলকার। গত মাসে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায় সিডনির একটি আদালত। এবার তাঁর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড।

গত বছরের নভেম্বরে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি) তাঁকে সব ধরনের ক্রিকেট নিষিদ্ধ করেছিল। তবে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর গত শুক্রবার এসএলসি নিযুক্ত নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সুপারিশ করেছিল। এরপর নিষেধাজ্ঞা তুলেও নেওয়া হলো। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

২০২২ সালের নভেম্বরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় অস্ট্রেলিয়ায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন গুনাতিলকা। এক নারীর যৌন নির্যাতনের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁকে। একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে সিডনির অপেরা হাউসের কাছের একটি পানশালায় এক নারীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন গুনাতিলকা। সেই নারীর সঙ্গে সম্মতি ছাড়াই যৌন সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন গুনাতিলকা;এমন চারটি অভিযোগ প্রাথমিকভাবে আনা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে।

তবে চারটি অভিযোগের মধ্যে তিনটি গত মে মাসে নাকচ করে দেওয়া হয়। বাকি একটি অভিযোগে বিচারক সারাহ হাগেট গুনাতিলকাকে গত সেপ্টেম্বরে নির্দোষ বলে রায় দেন। সিডনির নিউ সাউথ ওয়েলসের ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের দেওয়া এক নথিতে জানা গেছে এমন। রায় ঘোষণার পর আদালতের বাইরে গুনাতিলকা সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'গত ১১ মাস আমার জন্য সত্যিই কঠিন ছিল। সবাই আমাকে বিশ্বাস করেছিল, এটা আমার কাছে অনেক বড় ব্যাপার। আমি খুশি যে আমার জীবন এখন আবার স্বাভাবিক। ফলে ক্রিকেট খেলতে তর সইছে না আমার।'

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের (এসএলসি) বিবৃতিতে বলা হয়, 'সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু পর্যালোচনার পর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সিসিরা রত্নায়েকের নেতৃত্বে তদন্ত প্যানেল, মিঃ নিরোশানা পেরেরা, আইনজীবী আসেলা রেকাওয়া অ্যাটর্নি, সর্বসম্মতিক্রমে তার ক্রিকেট নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার সুপারিশ করেছেন, তাকে নিয়মিত ক্রিকেট কার্যক্রম পুনরায় শুরু করতে এবং জাতীয় দলের দায়িত্বে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।'

২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়া গুনাতিলকা এখন পর্যন্ত ৮টি টেস্ট, ৪৭টি ওয়ানডে ও ৪৬টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন শ্রীলঙ্কার হয়ে। ক্যারিয়ারে এর আগেও একাধিকবার বিতর্কে জড়িয়েছিলেন ৩২ বছর বয়সী বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং